www.alipurbarta.org
facebook.com/alipur.barta.5
9062201906
alipurbarta1966@gmail.com
alipur_barta@yahoo.co.in

৫০ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

চাষবাসের নানা খবর নিয়ে
মাটি ও মানুষ
পাঁচের পাতায়

আলিপুর বার্তা কলকাতা ঃ ৫১ বর্ষ, ১৮ সংখ্যা, ৬ ফাল্গুন – ১২ ফাল্গুন, ১৪২৩ ঃ ১৮ ফেব্রুয়ারি – ২৪ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭

Kolkata : 51 year : Vol No.: 51, Issue No. 18, 18 February - 24 February, 2017 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় রাজ্য বাজেট পেশ করলেন অর্থমন্ত্রী

অমিত মিত্র। সাদামাঠা বাজেটে নোট বাতিলের কষ্টে মানুষের ক্ষতে অনুদানের প্রলেপ লাগানোর প্রস্তাবে সাড়া মেলেনি সাধারণ মানুষের মধ্যে। এছাড়া বাজেট দেখেই বোঝা যায় রাজ্যের দেউলিয়া দশা কাটাতে পারে নি পরিবর্তনের সরকার। বরং ঋণের বোঝা বেড়েছে।

রবিবার : নামেও যে এসে যায় তা দেখালো অ্যাম্বাসাডর। বহুদিন আগেই

কৌলিন্য হারিয়ে নস্টালজিক হয়ে গিয়েছে এই কালজয়ী যান। উৎপাদনও বন্ধ হয়ে গিয়েছে তিন বছর হল। কিন্তু নামটা যে অ্যাম্বাসাডর। ফরাসি সংস্থা পুজো কিনে নিল এই ব্র্যান্ডটিকে।

সোমবার : ফের আর একটি যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত নিতে চলেছে

নরেন্দ্র মোদির সরকার। তিন বাহিনীর সমন্বয়ে তৈরি হচ্ছে একটি নতুন পদ চিফ অব ডিফেন্স স্টাফ। তিনিই হবেন সামরিক বাহিনী থেকে প্রধানমন্ত্রীর একমাত্র উপদেষ্টা।

মঙ্গলবার : আদালত অবমাননার মামলায় সোমবার সুপ্রিম কোর্টে

হাজিরা দিলেন না কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি চিন্নাস্বামী স্বামীনাথন কারনান। খোদ বিচারকের এই আচরণে ক্ষুব্ধ অ্যাটর্নি জেনারেল বলেছেন কারনানের বিরুদ্ধে চার্জ গঠন করা উচিত।

বুধবার : মুখ্যমন্ত্রীর কুর্সি তো দূর অস্ত বরং দুর্নীতির অভিযোগে আর্থিক

জরিমানা সহ চার বছরের জেল হয়ে গেল জয়ার সঙ্গী শশীকলার। এমনকি দশ বছর তিনি নির্বাচনে লড়তে পারবেন না। কালো রাজনীতির আরও এক উদাহরণ হয়ে রইলেন শশিকলা।

বৃহস্পতিবার : চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগে সিএমআরআইতে চলল ভাঙচুরের

তান্ডব। আইন হাতে তুলে নিল একদল জনতা। কিন্তু এখনও কড়া পদক্ষেপ নিতে পারল না প্রশাসন। ফলে এই ঘটনা আগামী দিনে সমাজের ভাইরাল হতে চলেছে।

শুক্রবার : ইসরোর মুকুটে ফের সাফল্যের পালক। ১০৪টি কৃত্রিম উপগ্রহকে মহাকাশে পাঠান হল শ্রীহরিকোটা থেকে। এর মধ্যে ১০১টি উপগ্রহই বিদেশের। ইসরোর দৌলতে মহাকাশ বাজারে নিজেদের দখল কায়েম করছে ভারত। এই সাফল্যে আপ্লুত আপামর ভারতবাসী।

● সবজান্তা খবরওয়ালা

কালো তহবিল নিপাত যাক!

ওঙ্কার মিত্র

কুড়ি হাজার টাকার নিচে চাঁদা নিলে উৎস নিয়ে কোনও প্রশ্ন করা হবে না। আয়কর আইনের ১৩এ ধারা অনুযায়ী রাজনৈতিক দলের সমস্ত আয়ই করমুক্ত। এই দুই সঞ্জীবনী বড়িতেই ভারতের রাজনৈতিক দলগুলিতে একেবারে নরক গুলজার। বড় থেকে ছোট, জাতীয় থেকে আঞ্চলিক সব রাজনৈতিক দলই এই বড়ি সেবনে সিদ্ধহস্ত। ফলে স্বাধীনতার পর থেকে যারা দুর্নীতির বিরুদ্ধে ইস্তাহার প্রকাশ করে আসছে তাদের ঘরের ভিতর জমা হয়েছে পচা পাঁক। নরেন্দ্র মোদির মতো একজন 'বোকা' রাজনীতিক ওই পাঁকে ঢিল মারতেই বেরিয়ে আসছে নানা কিসিমের দুর্গন্ধ। সাধারণ ভারতবাসী এই কটু গন্ধে নাক চাপা দিলেও দেশের রাজনৈতিক নেতারা এই দুর্গন্ধকে মানিয়ে নিয়ে দিব্যি আছেন। নোট বাতিলের ঘোষণার পর তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নরেন্দ্র মোদিকে 'কালিদাস' বলে কটাক্ষ করেছিলেন। এখন এর প্রকৃত অর্থ বোঝা যাচ্ছে।

আসলে যে দুটি ঢিল ভারতের রাজনৈতিক দলগুলির পাঁকে আঘাত করেছে তারা হল সেন্টার ফর মিডিয়া স্টাডিজ বা সিএমএস এবং অ্যাসোসিয়েশন ফর ডেমোক্রেটিক রিফর্মস বা এডিআর। এই দুই সংস্থার সমীক্ষায় যা উঠে এসেছে তাতে চোখ কপালে ওঠার যোগাড়। ভারতীয় রাজনৈতিক দলগুলোর ৬৯ শতাংশ আয়ের উৎসই অজানা। কেউ বলে পারছে না এই টাকা কারা দিয়েছে বা কেন দিয়েছে। বেনামী এই কালো টাকার পাঁক এখন দলগুলোর চোখে মুখে। আদর্শ কপচানো নেতাদের তো চেনাই দায়। দাঁড়ান, এতো সবে কলির সন্ধ্যে। উত্তরপ্রদেশের বহেনজির দল বিএসপি বলছে তাদের আয়ের ১০০ শতাংশই অজানা। কারণ তাদের দেওয়া সব অনুদানই নাকি ২০ হাজার টাকার নিচে। আবার যারা দুর্নীতিমুক্ত ভারত গড়বে বলে সবচেয়ে বেশি লাফালাফি করে সেই কম্যুনিস্ট পার্টির তহবিলেও অজানা উৎসের ছোঁয়া। কারোর কোনও হেলদোল দেখছেন? সবাই স্পিকটি নট! ভাবখানা এমন যেন ভাজা মাছটা উল্টে খেতেও জানে না। আসলে ভারতের রাজনৈতিক দলগুলো মুখোশ পরা ধাপ্পা দেওয়ার এক একটি সার্কাস পার্টি। মানুষের আড়ালে রং-চং তুলে সবাই মিলে মিশে একাকার।

সিএমএস ও এডিআর তাদের সমীক্ষায় পঙ্কিল ভারতীয় রাজনীতির বহু তথ্য আমাদের সামনে তুলে ধরেছে, তবে শেষ ছক্কাটা অসাধারণ। ভারতে পঞ্জিকৃত ১৫৮০টি দলের মধ্যে ৪০০টি রাজনৈতিক দল খোলা হয়েছে নির্বাচনে দাঁড়াবার জন্য নয়, আয়করের জাল এড়িয়ে কালো টাকা সাদা করার জন্য। নির্বাচন কমিশনও এদের অনুমোদন দিয়েছে অবলীলায়। চিটফান্ড ও সেবি নিয়ে তো তদন্তের দাবিতে আকাশ বাতাস সোচ্চার হয়েছে। কই এই সব 'চিট' পার্টি ও নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়ে তদন্তের দাবি উঠছে না কেন? ঠেলায় পড়ে মুখ লুকোতে কমিশন এদের মধ্যে ২২১টি দলকে বাতিল করেছে। কেন্দ্রীয় সরকার কুড়ি হাজারের 'ঘোস্ট' অনুদান দু হাজার করেছে। তাতেই কি পাপ ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে গেল নাকি। বুদ্ধিজীবীরা কোথায়? সবাই রাজনৈতিক দলের তল্পিবাহক হয়ে গেল নাকি? কিসের আশায় তারা ঘরে বসে দিন গুনছেন। রাজনৈতিক দলগুলির ভ্রষ্টাচারের বিরুদ্ধে পথে নামতে তাদের অনীহা জনগণের মনে বহু প্রশ্নের জন্ম দিচ্ছে যা ভবিষ্যতে ভারতের বর্তমান রাজনৈতিক দল ও তাদের চাটুকারদের আসন নড়িয়ে দিতে পারে।

মানুষ বলছে রাজনৈতিক দলের এই বিপুল কালো তহবিল নিপাত যাক। প্রধানমন্ত্রী ব্যক্তিগত বেনামী আয়, কালো টাকা বাজেয়াপ্ত করে গরিব কল্যাণ তহবিলে জমা করছেন। তাহলে রাজনৈতিক দলগুলির কাছে উৎসহীন অর্থ পড়ে থাকবে কেন? এই বিপুল অর্থও দেশের গরিবদের কল্যাণে ব্যয় হোক। তদন্ত হোক এত কালো টাকা দলগুলিকে কারা দেয় এবং কেন দেয়? তবে গণঅভ্যুত্থান ছাড়া এদেশের বর্তমান রাজনীতিকদের কাছে এই তদন্তের আশা কষ্ট কল্পনা মাত্র।

বিপথগামী

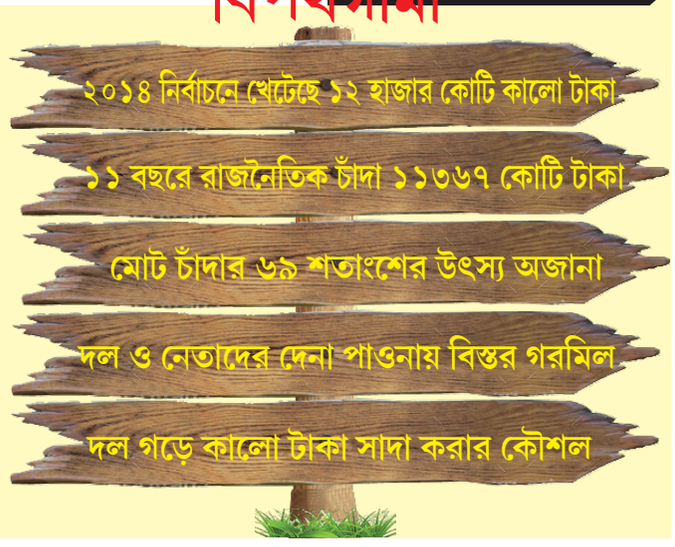

আয় বাহারি

২০০৪-০৫ থেকে ২০১৪-১৫

রাজনৈতিক দল	মোট আয়	অজানা উৎস থেকে অর্থ
কংগ্রেস	৩২৭২.৬৩	২১২৫.৯১
বিজেপি	৩৯৮২.০৯	৩৩২৩.৩৯
সিপিএম	৮৯২.৯৮	৪৭১.১৫
সমাজবাদী পার্টি	৮১৯.১০	৭৬৬.২৭
তৃণমূল কংগ্রেস	৫২.৩১	২৩.৫৪

হিসেব কোটি টাকায়

প্রশাসনের নাকের ডগা দিয়েই অবাধে মাটি লুঠ হচ্ছে শাসনে

কল্যাণ রায়চৌধুরী

উত্তর চব্বিশ পরগনার শাসনের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে রমরমিয়ে চলছে মাটি লুঠের অবৈধ কারবার। শ্রীরামকৃষ্ণের 'টাকা মাটি, মাটি টাকা' বাণী আজ এই অঞ্চলে যেন যথার্থরূপে বাস্তবায়িত। এখানে চোখ রাখলেই দেখা যাবে, কিভাবে দিনের আলোতেই লরির পর লরি মাটি লুঠ হয়ে যাচ্ছে প্রশাসনের নাকের ডগা থেকে। পুলিশ প্রশাসন সব জেনে শুনেও এই বেআইনি কারবার বন্ধের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ উদাসীন বলে স্থানীয় মানুষের অভিযোগ। কারণ হিসেবে বাসিন্দারা জানান, মাটি মাফিয়াদের সঙ্গে শাসকদল তৃণমূলের একাংশের ঘনিষ্ঠতা রয়েছে। তাদের মদতেই এই অবৈধ কারবার গোটা শাসন জুড়ে চলছে অবাধে বলে, অভিযোগ। এ কারণে এর সঙ্গে যুক্ত কারবারীদের ঘাঁটাতে সাহস করে না পুলিশ। সূত্রের খবর, বারাসত ২ ব্লকের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুনে চলছে মাটি মাফিয়াদের রমরমা কারবার। এদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, প্রতিরোধ মানেই অবধারিত মৃত্যু। এই ব্লকের আমিনপুর সহ শাসনের দুগদিয়া, খড়িবাড়ি, কীর্তিপুর ১ ও ২ গ্রাম পঞ্চায়েত, নারকেল বাগান, দাদপুর, ঠোকড়াসহ প্রত্যন্ত অঞ্চলে এখন ব্যাপকহারে চলছে এই কারবার। জবরদখল করে, ভয় দেখিয়ে, প্রয়োজনে মাস্তান লেলিয়ে দিয়ে এলাকা জুড়ে অব্যাহত এই মাটি কাটার প্রক্রিয়া। এলাকার উঁচু চাষের জমিকে নির্বিবাদে মাটি কেটে নিচু করে হচ্ছে। এমনকি মাটি কেটে নেওয়া হচ্ছে ভেড়ি থেকেও। ফলে একদিকে যেমন চাষের কাজে ক্ষতি হচ্ছে, তেমনই ভেড়ি গভীর হওয়ায় মার খাচ্ছে মাছের চাষও। এলাকায় জোর করে বাসিন্দাদের কাছ থেকে জমি কেড়ে নেওয়া হচ্ছে বলেও অভিযোগ আছে। যারা জমির মাটি বিক্রি করতে চাইছেন না, তাদের আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে মাটি বিক্রি করতে বাধ্য করা হচ্ছে। এভাবে প্রতিদিন হাজার হাজার সিএফটি মাটি লুঠ হয়ে চলে যাচ্ছে ডাম্পারে করে বাইরে। একটি ডাম্পারে সাতশো সিএফটির মতো মাটি ধরে। যার আনুমানিক মূল্য

২২০০ টাকা থেকে ২৫০০ টাকা। তবে দাম নির্ধারিত হয় দূরত্ব অনুসারে। দূরত্ব যত বাড়ে, দামও তত বাড়ে। একটি গাড়ি দিনে সাত থেকে দশটা পর্যন্ত ট্রিপ দেয়। প্রতিদিন প্রায় ৬০ থেকে ৭০টা ডাম্পার চলে এই এলাকায়। দিনের থেকে রাতেই বেশি চলে মাটির চোরাচালান। মাটির কাজে ব্যবহৃত জেসিপি মেশিন ঘন্টা পিছু ভাড়া পাওয়া যায় এখানে। প্রতি ঘন্টার ধার্য ভাড়া প্রায় এক হাজার থেকে বারোশো টাকা। মূলত এই মাটি মাফিয়াদের সঙ্গে যোগাযোগ থাকে শাসকদলের একাংশের। তাদের সঙ্গে মোটা অঙ্কের ভাগে রাতারাতি মাটি এখান থেকে গায়েব হয়ে যায় বাইরে। গোটা এলাকা জুড়ে এইসব মাটি মাফিয়া পুষে রেখেছে বেশ কিছু দুষ্কৃতী। স্থানীয় একটি সূত্রের মতে, আমিনপুর অঞ্চলে দেখভালের দায়িত্বে রয়েছে জিয়ারুল ওরফে বাচ্চু। শাসন থানাকে সামলানোর দায়িত্বে আছে মেহেন্দি। আর টুটুলের দায়িত্বে আছে পাড় খড়িবাড়ি পর্যন্ত দেখভালের। এদের ছত্রছায়াতেই মাটি লুঠের কাজ চলে নির্বিঘ্নে। এরা সকলেই এখন জার্সি বদলে নাম লিখিয়েছেন শাসকদলে। একটি জেসিপি মেশিনের মাধ্যমে প্রতিদিন বিঘা প্রতি প্রায় এক হাজার গাড়ি মাটি তোলা হয়। সেই মাটি লরি কে লরি দিব্যি চলে যাচ্ছে বাইরে। এদিকে গোটা শাসন জুড়ে এই মাটি মাফিয়াদের রমরমায় বিপন্ন বোধ করছেন জমি মালিকরা। তাদের বক্তব্য, যেভাবে দিনের পর দিন মাটি মাফিয়াদের দৌরাত্ম্য বাড়ছে, তাতে শুধু তারা নন, আতঙ্কিত এলাকার লোকজনও।' জমি মালিকদের অভিযোগ, শাসক দলের ছত্রছায়ায় বেআইনি এই কারবার রমরমিয়ে চললেও নির্বিকার প্রশাসন। তাদের নাকের ডগা থেকে লরির পর লরি মাটি লুঠ হয়ে যাচ্ছে। এর ফলে চাষ-আবাদে ব্যাপক ক্ষতি হচ্ছে। এপ্রসঙ্গে স্থানীয় তৃণমূল নেতাদের বক্তব্য, 'বামেদের জমানায় এসব হত। এখন এসব একেবারেই বন্ধ। বিরোধী দলের পক্ষ থেকে শাসকদলের ভাবমূর্তি নষ্ট করতে এসব অপপ্রচার করা হচ্ছে।'

কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সূত্রের খবর

ফের সক্রিয় জাল নোটের এজেন্টরা

কুনাল মালিক

গত ৮ নভেম্বর ভারতের প্রধানমন্ত্রী ১০০০ ও ৫০০ টাকার নোট বাতিল করে অর্থনৈতিক সার্জিক্যাল স্ট্রাইক করেছিলেন। ঐতিসহাসিক ওই ঘটনার পর জাল নোটের এজেন্টরা মহাবিপদে পড়েছিল। জেহাদি জঙ্গি সংগঠন ফাপড়ে পড়েছিল। কিন্তু তিন মাস যেতে না যেতেই আবার রাজ্যের সীমান্তবর্তী জেলাগুলোতে জাল নোটের এজেন্টরা সক্রিয় হয়ে উঠেছে। এই মর্মেই কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সূত্রে খবর পাওয়া যাচ্ছে। সূত্রের খবর পাকিস্তানের পাশাপাশি বাংলাদেশের চাপাই নবাব গঞ্জ এলাকা থেকে জেহাদি সংগঠন জাল নোট ছাপার ব্যবস্থা করেছে। পাকিস্তানের গুপ্তচর সংস্থা আইএসআইয়ের মদত আছে এই কাজে। গত মঙ্গলবার মালদহের দুটি এলাকা থেকে ১০৩টি ২০০০ টাকার জাল নোট উদ্ধার করা হয়েছে। গত দুমাসে মালদহ ও মুর্শিদাবাদ জেলা থেকে কয়েক লক্ষ টাকার জাল নোট উদ্ধার করা হয়েছে। এই ঘটনায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক যথেষ্ট উদ্বিগ্ন। সার্জিক্যাল স্ট্রাইকের পর অনেকেই ভেবেছিলেন জাল নোট কারবারিদের সকল ষড়যন্ত্র বানচাল হয়ে গিয়েছে। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে ভিন্ন ছবি। সূত্রের খবর বর্তমানে জেহাদি জঙ্গি গোষ্ঠীর আইএস মতাবলম্বীরা বাংলাদেশকেই এখন জাল নোটের বেস ক্যাম্প বানিয়েছে। বাংলাদেশের বেশ কয়েকটি জেলায় অফসেট প্রেস থেকে ৫০০ ও ২০০০ টাকার জাল নোট ছাপা হচ্ছে। এখন এ রাজ্য সহ ভারতে অনেকেই নতুন ২০০০ টাকার ও ৫০০ টাকার বৈধ নোটের সঙ্গে জাল নোটের ফারাক বুঝতে পারছেন না। ব্যবসায়ী দোকানদারও নতুন নোট দেখলেই ভাল করে যাচাই না করে নিয়ে নিচ্ছেন। কারণ এখন সাধারণ মানুষ থেকে ব্যবসায়ীরাও ভাবতে পারছেন না, যে সদ্য বের হওয়া নতুন ২০০০ ও ৫০০ টাকার নোট জাল হতে পারে। এই সুযোগটাকেই কাজে লাগাতে চাইছে জাল নোটের এজেন্টরা। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দাসূত্রের খবর বাংলাদেশ লাগোয়া দক্ষিণ ও উত্তর ২৪ পরগনা এবং কলকাতার বন্দর এলাকাতেও নতুন করে জাল নোটের কারবারিরা আবার সক্রিয় হয়ে উঠেছে। থমকে যাওয়া জেহাদি মৌলবাদী মাতব্বরা আবার তাদের জেহাদি কর্মসূচি চালাতে তৎপর হয়ে উঠেছে। তাহলে কি মোদির সার্জিক্যাল স্ট্রাইক ব্যর্থ হয়ে যাবে? কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সূত্রের খবর, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক ও অর্থমন্ত্রক এ ব্যাপারে শীঘ্রই গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিতে চলেছে।

কলকাতার অর্জুন উদ্ধার সাগরে

নিজস্ব প্রতিনিধি : টিউশন পড়তে বেরিয়ে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থী এক ছাত্র নিখোঁজ হওয়ার ৪৮ ঘন্টার মধ্যে উদ্ধার ঘিরে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে। উত্তর কলকাতার পাইকপাড়ার বাসিন্দা অর্জুন চক্রবর্তী শনিবার পড়তে বেরিয়ে নিখোঁজ হয়ে যায়। রবিবার সকালে অর্জুনের খোঁজ মেলে সাগরের কচুবেড়িয়ার একটি আশ্রমে। সোমবার পরিবারের সঙ্গে বাড়ি ফেরে অর্জুন।

সোমবার দুপুরে সাগরের কচুবেড়িয়ার বাসুদেব মোড়ের কাছে ওঙ্কারনাথ আশ্রমে বসে বছর আঠারোর অর্জুন জানায়, 'পড়তে যাওয়ার পথে এক যুবক ডাকে। তার কাছে যাই। এরপর আর কিছু মনে নেই। এরমধ্যে দু'বার চোখ মেলেছিলাম। একবার একটা গাড়ির মধ্যে বসেছিলাম। সঙ্গে আরও কয়েকজন ছিল। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যে আবার জ্ঞান হারাই। এরপর রাতের দিকে একটি ট্রেনের কামরাতে আছি বলে মনে হল। চোখ মেলতেই দেখি কাকদ্বীপ স্টেশন। ট্রেনটা স্টেশনেই দাঁড়িয়ে গেল। ট্রেন থেকে নামতেই টোটোচালকরা গঙ্গাসাগর বলে চিৎকার করছিল। গঙ্গাসাগর শুনে কপিলমুনির মন্দিরের কথা মনে পড়ে গেল। সেই চিৎকার শুনে টোটোতে উঠে পড়ি। টোটোতে উঠে নামি লট নম্বর আটে। সেখান থেকে কচুবেড়িয়া

যাত্রী প্রতীক্ষালয়। প্রতীক্ষালয়ে রাত কাটায়। ততক্ষণে সঙ্গে থাকা ব্যাগ ও মোবাইল উধাও হয়ে গিয়েছে। ওই নম্বরে অনেকবার ফোন করি। কিন্তু মোবাইল বন্ধ ছিল। এরপর স্থানীয় মানুষেরা আমাকে নিয়ে যায় আশ্রমে। আশ্রমের মহারাজের কাছে সব কথা খুলে বলি। মহারাজ বাড়ির সঙ্গে কথা বলেন।' স্কটিশচার্চ স্কুল থেকে এবারের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থী অর্জুন চক্রবর্তী। বাড়ি পাইকপাড়ায়। বাবা অরবিন্দ চক্রবর্তী পেশায় আইনের নোডাল অফিসার। মা দীপা চক্রবর্তী গৃহবধূ। পড়াশুনোয় মেধাবী অর্জুন মাধ্যমিকে স্টার পেয়েছিল। পড়ত স্কটিশচার্চ স্কুলে। বিজ্ঞান শাখায় পড়ত সে। অন্যদিকে পড়তে বেরিয়ে একমাত্র ছেলে বাড়ি না ফেরায় চক্রবর্তী পরিবারে তখন তোলপাড় পড়ে গিয়েছে। ছেলের সঙ্গে থাকা মোবাইল ফোনও বন্ধ। অবশেষে রাতে চিৎপুর থানায় অর্জুনের বাবা নিখোঁজ ডায়েরি করেন। সেই ডায়েরির সূত্র ধরে কলকাতা পুলিশও তদন্তে নামে। প্রাথমিকভাবে পুলিশের অনুমান, অর্জুনকে অপহরণ করার ছক ছিল। সেজন্য সংজ্ঞাহীন করে গাড়িতে তোলাও হয়েছিল। কিন্তু কোনও কারণে অর্জুনকে ছেড়ে দিয়ে পালায় অপহরণকারীরা। তারপর ট্রেনে তুলে দেওয়া হয়। সোমবার ছেলেকে কাছে পেয়ে আনন্দে কেঁদে ফেলেন অর্জুনের বাবা-মা। সঙ্গে ছিল চিৎপুর থানার পুলিশও।

মৎস্যজীবীদের নিয়ে ছিনিমিনি

মেহেবুব গাজী

দুর্বলের ওপর সবলের অত্যাচার এক চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে বঙ্গোপসাগরের বুকে। সহ্যের সীমা অতিক্রম করে এবার প্রতিবাদে নেমেছে দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরাম। গভীর সমুদ্রে ট্রলিংয়ের বেপরোয়া দৌরাত্ম্য এমন জায়গায় পৌঁছেছে মৎস্য সম্পদ ধ্বংসের সাথে সাথে তারা ছোট মাপের মৎস্যজীবীদের হত্যা করতেও শুরু করেছে। গত জানুয়ারি মাসে গভীর রাতে বঙ্গোপসাগরের ইডেন চ্যানেলের কাছাকাছি জাল পেতে মাছ ধরার সময় একটি ছোট ভুটভুটি 'এফ বি মায়ের দান'কে ট্রলি ধাক্কা মারে। ঘটনাস্থলে ডুবে যায় ওই ভুটভুটিটি। ভুটভুটিতে থাকা তিনজন মৎস্যজীবী বিশ্বজিৎ মন্ডল, সুজিত মাইতি ও বিনয় দাস সমুদ্রে পড়ে যায়। পরের দিন সকালে আরেকটি ভুটভুটি সুজিত ও বিনয়কে জীবিত অবস্থায় উদ্ধার করলেও বিশ্বজিৎকে পাওয়া যায় নি। কোনওরকম

সুজিত ও বিনয় প্রাণে বাঁচলেও, বিশ্বজিতের পরিবার এখনও তাঁর ফেরার অপেক্ষায় দিন গুনছে। এমতাবস্থায় দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরাম বিষয়টি নিয়ে ভারতীয় কোস্ট গার্ড ও সাগর কোস্টাল থানায় অভিযোগ জানায়। পরে চলতি মাসে ওই সংগঠনের পক্ষ থেকে সাগর কোস্টাল থানায় এক হাজারের বেশি মৎস্যজীবীদের নিয়ে স্মারকলিপি জমা দেন ফোরামের নেতারা। থানার সামনে ঘাতক ট্রলিটির কুশপুতুল দাহ করা হয়। মৎস্যজীবী মানসী বেরা জানান, কোনও ব্যবস্থা না হলে আমরা অনশনে নামতে বাধ্য হব।

সংগঠনের পক্ষ থেকে সাধারণ সম্পাদক মিলন দাস জানান অবিলম্বে ঘাতক ট্রলিটিকে আটক করে শাস্তি দিতে হবে। নিখোঁজ মৎস্যজীবী বিশ্বজিৎ মন্ডলের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। সাগর কোস্টাল থানার পুলিশ জানিয়েছে নিয়মিত পেট্রোলিং চলছে। খোঁজ চলছে বিশ্বজিতের মৃতদেহের।

৫ রাজ্যের ফলে চোখ

আগেপিছে কিছু নেই, দম নিতে ব্যস্ত ভারতীয় শেয়ার বাজার

কালিদাস চক্রবর্তী

ভারতের শেয়ার বাজার এখন একটা সন্ধিক্ষণের মধ্যে দাঁড়িয়ে। এই বাজারের সামনে এমন কিছু রসদ নেই যে আরও অনেকটা ওপরে ওঠে। আবার এমন কিছু খারাপ খবরও কিছু নেই যে বাজার তরতর করে নিচে পড়ে যায়। সব মিলিয়ে এখন 'ওয়াচ অ্যান্ড সি' মনোভাব নিয়ে এগোচ্ছেন অনেক ট্রেডার। বিশেষ করে যাঁরা বাজার সম্পর্কে অভিজ্ঞ তাঁরা এই মুহূর্তে কোনও ঝুঁকি নিতে চাইছেন না। ফ্রিজ আঁকড়ে পড়ে থাকতে চাইছেন তাঁরা। তাতে ব্যাটে রান না আসুক, আউট না হলেই হল। সত্যি কথা বলতে, ভারতের শেয়ার বাজার এখন একটা টেস্ট ক্রিকেটিয় মনোভাব নিয়ে এগোচ্ছে। এই ঠুকঠুকানির পোশাকি নাম অর্থনীতির টেকনিক্যাল ভাষায় কনসোলিডেশন। সাদা বাংলায় বললে, ভারতের শেয়ার বাজারে এখন জমাট বাঁধার প্রক্রিয়া চলছে। এই ক্ষেত্রে সাধারণভাবে বাজার আরও ওপরে ওঠার প্রাক প্রস্তুতি নিতে থাকে। আবার এই জায়গা থেকে বাজারের নিচে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনাও থাকে বিস্তর। কারণ সবসময় দেশ–বিদেশের সব পরিস্থিতি নিজেদের অনুকূলে থাকবে তা নয়। বরং অন্য অনেক নেতিবাচক পরিস্থিতি এসে বাজারকে গ্রাস করে নিতে পারে। সেটা দেশ থেকে হতে পারে, আবার বিদেশ থেকেও সংগঠিত হতে পারে। এমনিতে এখন ভারতের শেয়ার বাজারের সামনে সবথেকে বড় দেশি ইভেন্ট হল উত্তরপ্রদেশ সহ পাঁচ রাজ্যের নির্বাচন। পরিষ্কার কথা হল, এই পাঁচ রাজ্যের নির্বাচন নিছক বিধানসভার ভোটই নয়, আগামী ২০১৯ লোকসভা নির্বাচনের সেমিফাইনালও বটে। সেই অর্থে দেখলে বেশ বোঝা যাচ্ছে এই নির্বাচনের জয় পরাজয় ভারতের শেয়ার বাজারকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করতে পারে। সমীক্ষা রিপোর্টের ওপর এক্ষেত্রে পুরোপুরি ভরসা করা যায় না। কারণ শুধুমাত্র সমীক্ষার ওপর ভর করে বলে দেওয়া যায় না বিজেপি না অখিলেশ কে আসতে চলেছে উত্তরপ্রদেশের গদিতে। আবার পাঞ্জাবেও কাঠেকপাটে লড়াই হচ্ছে বিজেপি ও কংগ্রেসের মধ্যে। এদের মধ্যে আবার ভালো মতো থাবা বসাতে পারে আম আদমি পার্টি। এমনটাও শোনা যাচ্ছে সমীক্ষা ও নানা প্রভাবশালী তথ্য থেকে। গোয়া, উত্তরাখন্ড ও মণিপুরের নির্বাচন

অর্থনীতি

নিয়েও দেশবাসীর মধ্যে দারুণ উৎসাহ রয়েছে। সব মিলিয়ে এখন রাজনৈতিক উত্তাপ যতটাই চড়ছে ততই শেয়ারে বাজারে নানা প্রশ্ন দানা বাঁধছে। ভাবখানা এই যে আগামী গন্তব্যের সম্ভাব্যস্থল ঠিক হওয়ার। অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ভারতের শেয়ার বাজার এখন যে অবস্থার মধ্যে দিয়ে এগোচ্ছে তাতে তার সামনে এই নির্বাচন নিঃসন্দেহে বড় হার্ডল। কিন্তু যদি বিজেপির মারাত্মক কোনও 'সেট ব্যাক' না হয়, তবে ভারতের বাজার কিন্তু খুব নিচে আসবে না। বরং আরও ওপরে যাওয়ার জ্বালানি অর্জন করবে। এর পিছনে যুক্তি হিসেবে যা তুলে ধরা হচ্ছে তা হল, ভারতের রাজনৈতিক মহল মোটের ওপর জানে উত্তরপ্রদেশ ও পাঞ্জাবের মতো জায়গায় যথাক্রমে অখিলেশ ও কংগ্রেসের সঙ্গে কেন্দ্রের শাসক দলের জোর টক্কর চলছে। এমনও হতে পারে উত্তরপ্রদেশে সামান্যর জন্য বেরিয়ে গেলেন অখিলেশ। আবার পাঞ্জাবে আপ বা কংগ্রেসের আসন সংখ্যা পিছনে ফেলল বিজেপিকে। কিন্তু তাতে মহাভারত বিরাট কিছু অশুদ্ধ হবে না বলেই এই আর্থিক পণ্ডিতদের অভিমত। তাঁদের বক্তব্য, এরকম পরিস্থিতি যদি আদৌ হয় তাহলে হয়তো ভারতের শেয়ার বাজার সাময়িকভাবে একটা ধাক্কা খেতে পারে। তার মানে এই নয় যে, বিশাল কিছু নিচে আসবে অর্থ বাজার। বরং ফের মাথা তুলে দাঁড়ানোর মতো বহু উপকরণ এই বাজারে মজুত রয়েছে। সুতরাং অতো ভয় পেলে চলবে না। আর বিজেপি তথা এনডিএ যদি উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাব সহ এই ৫ রাজ্যে ভালো ফল করে তাহলে শেয়ার বাজার রকেটের মতো গতি পেতে পারে।

তবে এক্ষেত্রেও বিশেষজ্ঞদের বড় অংশের বক্তব্য হল, ৫ রাজ্যের নির্বাচনী ফলাফল নিশ্চিতভাবে গুরুত্ব পাবে। কিন্তু তার প্রভাব খুব বেশিদিন স্থায়ী হবে না। ভালো–খারাপ যাই হোক না কেন ওপরে বা নিচে একটা নির্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে বাজার যথাক্রমে রেজিস্ট্যান্স ও সাপোর্ট লেবেল খুঁজে নেবে। ওপরের দিকের এই রেজিস্ট্যান্স যেমন নিফটির হিসেবে হবে ৯ হাজার, তেমনই নিচের দিকে খুব বড়জোর ৮২০০ হতে পারে। সর্বোপরি ভারতের শেয়ার বাজার নিচে এলেও তার ২০০ দিনের মুভিং অ্যাভারেজ এই মুহূর্তে ভাঙবে না বলেই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। আর ওপর দিকে ৯ হাজারের জায়গাটা ভারতীয় নিফটির কাছে একটা বড় মাপের বাধা বা গাঁট হিসেবে অনেকদিন ধরেই চিহ্নিত হয়ে আসছে। একে মনস্তাত্ত্বিক বাধা বলেও অনেকে তুলে ধরেছেন। তাদের বক্তব্য, এটাই হল বাজারের ধর্ম। কোনও গাঁট যদি তার সামনে থেকে থাকে, ও বেশ কয়েকবারের প্রচেষ্টায় তা ডিঙানো সম্ভব না হয়, তখন সেই জায়গাতে বারংবার ঠোক্কর খেতে দেখা যায় সূচকগুলিকে। এরকম একটা বড় মাপের বাধা টপকানো তখনই সম্ভবপর হয়ে ওঠে যখন খুব বড় ধরনের কোনও ইতিবাচক খবর সামনে আসে। আবার যে বেস পয়েন্ট থেকে ওই গিরিশৃঙ্গ জয়ের চেষ্টা শুরু হয় সেই ভিত নড়বড়ে হয়ে উঠতে পারে কোনও বড়মাপের খারাপ খবর এলে। ভালো ও খারাপ খবরের আবহতেই পরিচালিত হয় ভারতের অর্থ বাজার।

দেশের ৫ রাজ্যে যদি বিজেপি তথা এনডিএ অত্যন্ত ভালো ফল করতে পারে তাহলে ৯ হাজারের গণ্ডি অতিক্রম করে নিফটি বেশ খানিকটা বাড়তে পারে। এমন একটা সম্ভাবনা উড়িয়ে দিচ্ছেন না বিশেষজ্ঞরা। আসলে এইসব নির্বাচনী ফলাফল হল দেশের স্থিরতার জানান দেওয়া। ভারতীয় বাজারে এই স্থিরতা বিদেশিরা যে খুঁজে পাচ্ছেন ভালোমতোই তা আগাম বলে দেওয়া যায়। তবে এটা ধরে রাখাটাই বড় চ্যালেঞ্জ। কারণ, অনেকসময়ই দেখা যায়, একের পর এক ঝড়ের মুখে অর্থ বাজারের নৌকা ডুবতে বসেছে। সেই পরিস্থিতি যাতে না আসে তার জন্য সবার আগে প্রয়োজন রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার। সেজন্যই ৫ রাজ্যের ফলকে পাখির চোখ করেছে শেয়ার বাজারের লগ্নিকারীরা।

এরপর আরও একটি বিষয় নিয়ে ভারতের শেয়ার বাজারে অনেক মতামত রয়েছে। তা হল বিদেশিদের সক্রিয় অংশগ্রহণ। এখন পর্যন্ত যে তথ্য সামনে আসছে ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ ও বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জ থেকে তাতে এখন যে র‍্যালি গত বাজেটকে সামনে রেখে পরিচালিত হয়েছে ভারতীয় শেয়ার বাজারে তাতে বিদেশিদের থেকে অনেকটাই উপস্থিতি বেশি ডোমেস্টিক লগ্নিকারী বা ভারতীয় মিউচুয়াল ফান্ডের। বিদেশিরা আর নতুন করে বেচে নি, এটাই তাদের পক্ষে বলার মতো খবর। ভারতীয় শেয়ার বাজারের ইতিহাস থেকে এটা প্রমাণিত যে এই বিদেশিরা যখন কেনেন তখনই একমাত্র ভারতের বাজার বাড়ে ব্যাপক আকারে। আবার বিদেশিদের হাত ধরে বাজার পড়েও সেভাবে। সুতরাং পরোক্ষে নয়, এই বিদেশি তথা এফআইআইদের ভারতের বাজারে রীতিমতো প্রত্যক্ষভাবে অংশ নিতে হবে। তাহলে সূচকের অশ্বমেধ ঘোড়াকে সহজে থামানো সম্ভব হবে না।

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

১৮ ফেব্রুয়ারি – ২৪ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭

মেষ : নিজের মতানুসারে চলুন, অন্যের কথায় কান দেবেন না, একের পর এক ঝামেলা এসে আপনাকে বিব্রত করে তুলবে। আর্থিক উন্নতির জন্য অনেক সুযোগ আসবে সেগুলিকে কাজে লাগাতে হবে। শিক্ষায় ফল ভাল পাবেন। গৃহ–ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে ভাল ফল পাবেন।

বৃষ : বর্তমানে অর্থনৈতিক বিষয়ে নানাবিধ গোলযোগ আসবে। চেষ্টা করলে বাধাকে অতিক্রম করে অর্থ আনতে সমর্থ হবেন। শত্রুরা সুনামে বাধা আনবার চেষ্টা করবে। শেষ পর্যন্ত পারবে না। ব্যবসা–বাণিজ্যে সুফল পাবেন।

মিথুন : যত বাধাই আসুক না কেন অর্থনৈতিক বিবিধ যোগের ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাবে। লেন–দেনের ব্যাপারে শুভ সময়। কাজে লাগাতে পারেন। ভবিষ্যৎ জীবন উন্নতির পথে অগ্রসর হবে। লেখাপড়া ভাল ফল পাবেন। পাকাশয়ের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। সাবধান হবেন।

কর্কট : সময়টি উন্নতির পথে অত্যন্ত শুভদায়ক। জমি–জমা ও ভূ–সম্পত্তির বিষয়ে শুভ যোগ রয়েছে। ভাই সম্পর্কে শুভফল আশা করবেন না। আর্থিক বিষয়ে উন্নতির যোগ লক্ষিত হয়। শিক্ষায় বাধা এলেও সফল হবেন। ব্যবসায় উন্নতি।

সিংহ : আর্থিক বিষয়ে বিবিধ বাধা আসবে। দায়িত্ব বহুল কাজে যোগ না দেওয়াই ভালো। লেখাপড়ায় মনের মত ফল পাবেন না। প্রতারক থেকে সাবধান থাকবেন। কথায় ও কাজে সামঞ্জস্য রেখে চলার চেষ্টা করুন। সুনাম হানি হতে পারে।

কন্যা : অর্থনৈতিক বিষয়ে ক্ষতি করবার চেষ্টা করবে। অসামাজিক কাজে অগ্রসর হবে না। শত্রুরা ক্ষতি করার জন্য তৎপর হয়ে রয়েছে। শিক্ষায় ফল ভাল পাবেন। কর্মস্থলে কিছু না কিছু গোলযোগ লক্ষিত হবে। ব্যবসায় উন্নতির জন্য নানাবিধ সুযোগ আসবে।

তুলা : বুদ্ধি কর চললে উন্নতি অবশ্যই হবে। ব্যবসা–বাণিজ্যের ক্ষেত্রে লাভযোগ রয়েছে। গৃহভূমি সম্পর্কে শুভফল পাবেন। লেখ্য পরীক্ষায় ক্ষতি হওয়ার যোগ রয়েছে। মাতার পক্ষে সময়টি শুভ। বন্ধুদের সাহায্য পাবেন। পাকাশয়ের পীড়ায় কষ্ট পাবেন।

বৃশ্চিক : লেখাপড়ায় বাধা এলেও সুফল পাবেন। আর্থিক বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। দায়িত্বমূলক কাজগুলি মনের মত করে করতে পারবেন। স্নেহ–প্রীতির বিষয়ে মন আকৃষ্ট হবে। অর্থনৈতিক বিষয়ে ক্ষতি হতে পারে। স্বাস্থ্য সম্পর্কে যথেষ্ট সাবধান থাকা দরকার।

ধনু : অযথা মাথা গরম করবেন না। শরীরের প্রতি বিশেষ যত্ন নিতে হবে। গৃহ ভূমি সম্পর্কে সতর্ক হতে হবে। প্রচুর অর্থ ব্যয় হয়ে যেতে পারে। সাবধান হোন। সাংসারিক অশান্তি ও আর্থিক বিষয়ে সতর্ক হওয়া দরকার। লেখাপড়ায় ফল ভালহবে।

মকর : আর্থিক বিষয়ে পূর্বের তুলনায় কিঞ্চিৎ শুভ হবে। কিন্তু অর্থ ব্যায়ের যোগ রয়েছে। ব্যবসা–বাণিজ্যে লাভযোগ লক্ষিত হয়। লেখাপড়ায় শুভ ফল পাবেন। নূতন কর্মলাভ বা কর্মে উন্নতির যোগ রয়েছে। চলাফেরায় যথেষ্ট সতর্ক থাকতে হবে।

কুম্ভ : আত্মীয় স্বজনদের সঙ্গ মন্ত্রনায় চলার চেষ্টা করুন। আর্থিক বিষয়ে মিশ্রফল পাবেন। লেখাপড়ার বিষয়ে সতর্ক হওয়া দরকার। ভাগ্যের উন্নতির পক্ষে সময়টি শুভদায়ক। স্বাস্থ্য ভাল যাবে না। ব্যয়বৃদ্ধির যোগ। সঞ্চিত অর্থের উপর হাত পড়তে পারে।

মীন : নিজেকে বেশী জাহির করতে যাবেন না। বাত বা বাতজাতীয় পীড়ায় কষ্ট পাবেন। লেখাপড়ায় শুভফলের যোগ রয়েছে। শির পীড়া বা চক্ষুপীড়ায় কষ্ট। ব্যবসায় খুব বুঝে চলতে হবে। যোগাযোগ মূলক কাজ গুলি সুন্দরভাবেকরতে পারবেন।

৪৪ জন ইন্ডিয়ান ইকনমিক সার্ভিস ও ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল সার্ভিসে নিয়োগ

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৪৪ জন অফিসার নিয়োগ করা হবে কেন্দ্রীয় সরকারের ইন্ডিয়ান ইকনমিক সার্ভিস এবং ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল সার্ভিসে। প্রার্থী বাছাই করবে ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিন, 'ইন্ডিয়ান ইকনমিক সার্ভিস/ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল সার্ভিস এক্সামিনেশন, ২০১৭'–র মাধ্যমে। এই নিয়োগের এক্সামিনেশন নোটিশ নম্বর : 04/2017–IES/ISS.

শূন্যপদের বিবরণ : ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল সার্ভিস : ২৯টি। এর মধ্যে ১টি শূন্যপদ দৃষ্টিসংক্রান্ত দৈহিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। শিক্ষাগত যোগ্যতা : স্ট্যাটিস্টিক্স বা ম্যাথমেটিক্যাল স্ট্যাটিস্টিক্স বা অ্যাপ্লায়েড স্ট্যাটিস্টিক্স নিয়ে স্নাতক বা উল্লিখিত বিষয়গুলির কোনওটিতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।

ইন্ডিয়ান ইকনমিক সার্ভিস: ১৫টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : ইকনমিক্স বা অ্যাপ্লায়েড ইকনমিক্স বা বিজনেস ইকনমিক্স বা ইকনোমেট্রিক্সে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।

ফাইনাল ইয়ারের প্রার্থীরাও শর্তসাপেক্ষে আবেদন করতে পারবেন। সরকারি নিয়মানুসারে তফসিলি, ওবিসি প্রার্থীদের জন্য আসন সংরক্ষিত থাকবে।

বয়স : ১–৮–২০১৭ তারিখে ২১ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে হতে হবে। তফসিলিরা ৫, ওবিসিরা ৩ এবং দৈহিক প্রতিবন্ধীরা ১০ বছরের ছাড় পাবেন। প্রাক্তন সমরকর্মীরা সরকারি নিয়মানুসারে বয়সের ছাড় পাবেন।

প্রার্থী বাছাই হবে লিখিত পরীক্ষা এবং ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে। লিখিত পরীক্ষা ১২ মে। পশ্চিমবঙ্গের পরীক্ষাকেন্দ্র কলকাতা।

ইন্ডিয়ান ইকনমিক সার্ভিসের লিখিত পরীক্ষায় প্রশ্ন হবে এই সব বিষয়ে (ব্র্যাকেটে মোট নম্বর) : জেনারেল ইংলিশ (১০০), জেনারেল স্টাডিজ (১০০), জেনারেল ইকনমিক্স–১ (২০০), জেনারেল ইকনমিক্স–২ (২০০), জেনারেল ইকনমিক্স–৩ (২০০), ইন্ডিয়ানইকনমিক্স(২০০)।ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল সার্ভিসের লিখিত পরীক্ষায় প্রশ্ন হবে এইসব বিষয়ে (ব্র্যাকেটে মোট নম্বর) : জেনারেল ইংলিশ (১০০), জেনারেল স্টাডিজ (১০০), স্ট্যাটিস্টিক্স–১ (২০০), স্ট্যাটিস্টিক্স–(২০০), স্ট্যাটিস্টিক্স–৩ (২০০), স্ট্যাটিস্টিক্স–৪ (২০০)। স্ট্যাটিস্টিক্সের প্রথম ও দ্বিতীয় পত্রে প্রশ্ন হবে অবজেক্টিভ ধরনের এবং অপর দুটি পত্রে প্রশ্ন হবে ডেসক্রিপটিভ ধরনের।

কাজের খবর

অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.upsconline.nic.in দু পর্যায়ের অনলাইন দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩ মার্চ। প্রার্থীর চালু ইমেল আইডি থাকতে হবে।

মনে রাখমেন, অনলাইন আবেদনের সময় প্রার্থীর স্ক্যান করা ফটো (জেপিজি ফর্ম্যাটে ৩ থেকে ৪০ কেবি সাইজের মধ্যে) এবং সই (১ থেকে ৪০ কেবি সাইজের মধ্যে)। আপলোড করতে হবে। পার্ট ওয়ান দরখাস্ত পূরণ করার সময় রেজিস্ট্রেশন নম্বর পাওয়া যাবে। এটি লিখে রাখবেন। আবেদনপত্র পূরণ করবেন যথাযথভাবে।

ফি বাবদ নগদ ২০০ টাকা জমা দিতে হবে পে–ইন–স্লিপের মাধ্যমে স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার কোনও শাখায়। অথবা অনলাইনে ভিসা বা মাস্টার ডেবিট কার্ড বা ক্রেডিট কার্ড অথবা নেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমেও ফি জমা দেওয়া যাবে নিচের যে কোনও ব্যাঙ্কে : স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, স্টেট ব্যাঙ্ক অব বিকানির অ্যান্ড জয়পুর, স্টেট ব্যাঙ্ক অব হায়দরাবাদ, স্টেট ব্যাঙ্ক অব হায়দরাবাদ, স্টেট ব্যাঙ্ক অব মহীশূর, স্টেট ব্যাঙ্ক অব পাতিয়ালা, স্টেট ব্যাঙ্ক অব ত্রাবাঙ্কোর। তফসিলি, মহিলা এবং দৈহিক প্রতিবন্ধীদের কোনও ফি লাগবে না। অনলাইনে ফি জমা দিলে ই–রিসিপ্টের এক কপি প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন। অফলাইনে ফি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ২ মার্চ।

খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য দেখুন এই ওয়েবসাইট : www.upsc.gov.in অথবা যে–কোনও কাজের দিন সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫টার মধ্যে যোগাযোগ করতে পারেন এই নম্বরগুলিতে : (০১১)২৩৩৮–৫২৭১/১১২৫।

শব্দবার্তা ১৮

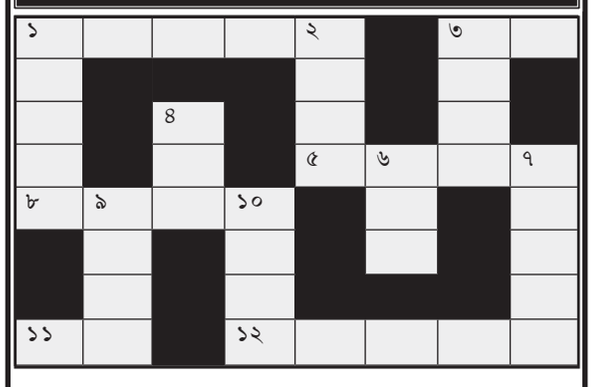

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১। রামায়ণোক্ত রাক্ষস যার দৃষ্টিপাতে শত্রু পুড়ে ছাই হয়ে যেত ৩। (আল.) প্রচুর সমাবেশ ৫। মেঘাচ্ছন্ন ৮। জাহাজের খালাসি ১০। 'জানু — কৃশানু শীতের পরিত্রাণ' ১২। গাঁজা।

উপর–নীচ

১। কপট, ভক্তির ভান করে এমন ২। রাতে চোখে দেখতে না পাওয়া ৩। পরস্পর কৌতুকপূর্ণ হাসি ও টিটকারি ৪। চিত্তসম্বন্ধীয় ৬। উকিলের সাহায্যপ্রার্থী ব্যক্তি ৭। নানা প্রকার ৯। ইন্দ্রের ধনুক ১০ সূর্যের দীপ্তি বা শোভা।

সমাধান : শব্দবার্তা ১৭

পাশাপাশি : ১। বদলাবদলি ৫। ধুনন ৭। মহার্ণব ৯। ধারেকাটা ১১। শিবির ১৩। আলটু ফালটু।

উপর–নীচ : ২। দর্শন ৩। দমদম ৪। প্রেমাবতার ৫। ধুমধাড়াক্কা ৬। নভৌকা ৮। হাবাশি ১০। টানাজাল ১২। বিশাল।

কোথায় পাবেন আলিপুর বার্তা

● **ভবানীপুর পূর্ণ সিনেমা মোড়** – হেমন্তদার স্টল ● **হাজরা পেট্রল পাম্প** – নকুল ঠাকুর ● **রাসবিহারী মোড় চশমার দোকানের সামনে** – কল্যাণ রায় ● **রাসবিহারী অটো স্ট্যান্ড** –আর কে ম্যাগাজিন ● **ট্র্যাঙ্গুলার পার্ক**– ব্রজেন দাস, বাপ্পাদার স্টল ● **দেশপ্রিয় পার্ক ইউকো ব্যাঙ্কের সামনে** – বীণাপানী ম্যাগাজিন ● **লেক মার্কেট** – পাঁচু প্রামাণিক, অরূপ রায় ● **কেওড়াতলা শ্মশান মোড়** – গৌতমদার স্টল ● **চারু মার্কেট** – গণেশদার স্টল ● **মুদিয়ালি** – দীনবন্ধুদার স্টল ● **নিউ আলিপুর হিন্দুস্থান সুইটস** – গৌতম দেবনাথ, সুকান্ত পাল ● **পূর্ব পুটিয়ারি** – রামানন্দদার স্টল ● **রাণীকুঠি পোস্ট অফিস** – শম্ভুদার স্টল ● **নেতাজী নগর** – অনিমেষ সাহা ● **নাকতলা**–গোবিন্দ সাহা ● **বান্টি ব্রিজ**–রবীন সাহা, দীনেশ গাঙ্গুলী ● **গড়িয়া ৫ নং বাসস্ট্যান্ড**– বিশ্বজিৎ কয়াল, দিলীপদার স্টল, এস বোস ● **মহামায়াতলা**–দীপক মণ্ডল ● **তেঁতুলতলা**–দেবুদার স্টল ● **ক্যানিং স্টেশন**–পঞ্চাননদার স্টল ● **যাদবপুর স্টেশন ২ নং প্ল্যাটফর্ম**–সুব্রত সাহা ● **সোনারপুর ২ নং প্ল্যাট ফর্ম** – রাজু বুক স্টল ● **বারুইপুর ২ নং প্ল্যাটফর্ম**–কালিদাস রায় ● **জয়নগর ১ নং প্ল্যাটফর্ম** – কেষ্ট রায় ● **আমতলা** – ইন্দ্রজিৎ মণ্ডল ● **শিরাকোল**–অসিত দাস ● **ফতেপুর বাস স্ট্যান্ড** – অনিমেষ দার স্টল ● **সরিষা আশ্রম মোড়**–প্রণবদার স্টল ● **ডায়মন্ড হারবার স্টেশন ১ নম্বর প্লাটফর্ম**–বৃন্দাবন গায়েন ● **কাকদ্বীপ**–সুভাশিসদা ● **বারাসত উত্তর ২৪ পরগনা**–কৃষ্ণ কুন্ডু। ● **বারাসত রেলস্টেশন**– শ্যামল রায় ● **হাবড়া রেলস্টেশন**– বিজয় সাহা ● **বসিরহাট রেলস্টেশন**– সঞ্জিব দাস ● **বনগাঁ রেলস্টেশন**– মন্ডল অ্যান্ড মল্লিক ● **রানাঘাট রেলস্টেশন**– তপন সরকার ● **কাঁচরাপাড়া রেলস্টেশন**– দে নিউজ এজেন্সি ● **কৃষ্ণনগর রেলস্টেসন**– নিখিল রায় ● **ইছাপুর রেলস্টেশন**– তপন মিদ্দে ● **বাগদা**– সুভাষ কর ● **নৈহাটি রেলস্টেশন**– কিশোর দাস ● **বীরভূম রামপুরহাট বাসস্ট্যান্ড**– পিউ বুকস্টল ● **নিউ ব্যারাকপুর ২ প্ল্যাটফর্মম** –সোমেন পাল ● **কল্যাণী**–সব্যসাচী সান্যাল ● **ব্যারাকপুর**–বিশ্বজিৎ ঘোষ ● **গড়িয়া ৫ নং বাসস্ট্যান্ড**–নরেন চক্রবর্তী ● **শ্যামবাজার**–পাল বুকস্টল /চক্রবর্তী বুকস্টল / গোবিন্দ বুকস্টল ● **কলেজ স্ট্রিট**–মহেন্দ্র বুকস্টল/ভানু বুকস্টল ● **হাতিবাগান**–দাস বুকস্টল ● **উল্টোডাঙা**–তরুণ বুকস্টল ● **লেকটাউন**–গুপীনাথ বুকস্টল ● **দমদম**–টি এন বুকস্টল ● **কালিন্দী**–বিশুদা ● **পি এন বি**– এস বুকস্টল ● **হাডকো মোড়**–জি এন বুকস্টল ● **বাগুইআটি**–চিত্ত বুকস্টল ● **ব্যান্ডেল স্টেশন**–খোকন কুন্ডু ● **ব্যান্ডেল বাজার**– দীনেশ জৈন ● **চুঁচুড়া স্টেশন**– বিনয় সিং/ সুমন মুখার্জী ● **হুগলি স্টেশন**– হরিপ্রসাদ ● **চন্দননগর স্টেশন**– অসীম সাহা ● **শ্রীরামপুর স্টেশন**– মহেশ জৈন

আমাদের প্রতিনিধি ● কলকাতা : বরুণ মণ্ডল – ৯৮৩৬০৮১৬৭০, প্রিয়ম গুহ – ৯০৩৮৬৪০০৩০, অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় – ৯৮৭৪৩৩৬৪০৪/ দক্ষিণ ২৪ পরগনা : কুনাল মালিক – ৯৮৩০৮৫৪০৮৯

অগ্নিকান্ডে সর্বহারা ৩০ আদিবাসী পরিবার

অভীক মিত্র

৯ ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার দুপুরে এক বিধ্বংসী অগ্নিকান্ডে সর্বহারা

হয়ে পড়লো ৩০টি আদিবাসী পরিবার। আগুনে পুড়ে মৃত্যু হয়েছে একটি ৫ বছরের শিশুর। ঘটনাস্থল বীরভূম জেলার রাজনগর ব্লকের ভবানীপুর পঞ্চায়েতের আদিবাসী গ্রাম আগরাবান্দি। স্থানীয় সূত্রানুযায়ী, ৯ ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতিবার দুপুর একটা নাগাদ বাচ্চাদের বাজি পটকা থেকে প্রথমে আগুন লাগে আগরাবান্দি গ্রামের একটি বাড়িতে। এলোমেলো দমকা হাওয়ায় দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে গোটা গ্রামে। সিউড়ী থেকে দমকল এসে আগুন নেভাতে নেভাতে ৩০টি আদিবাসী বাড়ি সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে যায়। তার আগে থেকে গ্রামবাসীরা পুকুরের জল দিয়ে আগুন নেভানোর প্রাণপন চেষ্টা করে। খবর শুনে ঘটনাস্থলে যান রাজনগর ব্লকের বিডিও দীনেশ মিশ্র। আগুনে পুড়ে ঝলসে মারা গেল ৫ বছরের শিশু। মৃতের নাম রনজিত সোরেন। সন্ধ্যায় ছাই সরানোর সময় ঘরের এক কোণা থেকে উদ্ধার হয় রনজিতের মৃতদেহ। ১০ ফেব্রুয়ারি মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য সিউড়ী সদর হাসপাতাল পাঠায়। তৃণমূল আগরবান্দি গ্রামের সর্বহারা ১৮০ জনকে খাবার দেয় চারবেলা। ত্রিপল দিয়ে সাহায্য করা হয় প্রশাসনএর তরফ থেকে। গ্রামের ৪২টি পরিবারের মধ্যে আগুনে ভস্মীভুত ৩০টি বাড়ি। ৫০০০ টাকা, থালা, বাটি, জামাকাপড় দেওয়া হবে ক্ষতিগ্রস্থদের বলে সংবাদমাধ্যমকে জানায় বীরভূম জেলা তৃনমূল সভাপতি অনুব্রত মন্ডল।

অন্যদিকে, ১০ ফেব্রুয়ারি আগুনে পুড়ে গেল দুবরাজপুর আশ্রমের গোশালার একটি বাড়ি। ময়ূরেশ্বরে আগুনে পুড়ে মারা গেল আচেরা বিবি। দুবরাজপুর থানার ধরমপুর গ্রামে অগ্নিদগ্ধ হয়ে মারা গেলো অঞ্জু দাস নামে এক গৃহবধূ। গরম পড়তে শুরু হতেই বীরভূম জেলায় ঘটছে একাধিক অগ্নিকান্ড। মারা গিয়েছে তিনজন।

ভস্মীভূত ২টি বাড়ি ক্যানিংয়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি: সোমবার ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতে হঠাৎই আগুন লেগে ভস্মীভূত হয়ে যায় ২টি বাড়ি। ঘটনাটি ঘটে দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাসন্তী থানার উত্তর সোনাখালি গ্রামে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে উত্তর সোনাখালি গ্রামের বাসিন্দা সোয়েব মোড়ল। এদিন ভোরে হঠাৎই তার বাড়ি আগুনের ফুলকি পড়ে পরিবারের সদস্যরা দেখতে পেয়ে চিৎকার করতে থাকে। স্থানীয় মানুষজন চিৎকার শুনে ছুটে আসে। তারা বালতি নিয়ে পুকুর থেকে জল তুলে আগুন নেভানোর চেষ্টা করে। বেশ কিছুক্ষণের মধ্যে আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে বাসন্তী থানার পুলিশ। পুলিশ জানান হঠাইই আগুন লেগে ২টি বাড়ি পুড়ে যায়। প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে ইলেকট্রিক শট সার্কিট থেকে আগুন লাগে। তবে বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

ছিনতাই ঠেকাল কিশোরীর সাহসিকতা

নিজস্ব প্রতিনিধি : সোমবার রাতে পনেরো বছরের এক কিশোরীর সাহসিকতায় পিছু হঠতে বাধ্য হল দুই ছিনতাইবাজ। একই সঙ্গে ছিনতাইবাজের কবল থেকে রক্ষা পেলেন ছিয়াত্তর বছরের এক বৃদ্ধা। কিশোরীর সাহসিকতাকে কুর্নিশ করেছেন বারাসতের নবপল্লির বাসিন্দারা।

স্থানীয় সূত্রের খবর, ওই রাতে রানিপ্রভা রায় নামে ওই বৃদ্ধা নবপল্লিতে মেয়ের বাড়ি থেকে পাশে গুপ্ত কলোনির নিজের বাড়িতে ফিরছিলেন। হঠাৎ দুই ছিনতাইবাজ যুবক মোটর সাইকেলে চেপে ওই বৃদ্ধার সামনে এসে দাঁড়ায়। তাদের মাথায় হেলমেট ছিল। বৃদ্ধার গলার সোনার চেন ধরে টান দেয় এক যুবক। গলায় কাপড় জড়িয়ে সোনার চেন এবং নিজেকে বিপদমুক্ত করার চেষ্টা করেন বৃদ্ধা। কিন্তু ধাক্কাধাক্কিতে তিনি রাস্তায় পড়ে যান। ওই সময় ঘটনাস্থলের অদূরেই বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে ছিল জবা কর নামে এক পনেরো বছরের কিশোরী। সে চোর চোর বলে চিৎকার করতে করতে ওই দু'জনকে ধাওয়া করে। কিশোরীর চিৎকারে স্থানীয় দোকানদাররা বেরিয়ে এলে মোটর সাইকেল নিয়ে চম্পট দেয় ছিনতাইবাজরা। স্থানীয়রাই রাস্তায় পড়ে থাকা বৃদ্ধাকে তার বাড়িতে পৌঁছে দেন। এলাকার ব্যবসায়ী ধনঞ্জয় দে বলেন, চিৎকার শুনে বেরিয়ে দেখি পালাচ্ছে দুই বাইক আরোহী।

জবা বলে দিদিমার গলার হার ধরে ওরা টানাটানি করতেই আমি চেঁচামেচি জুড়ে দিই। তা শুনে অনেকে ছুটে আসেন। ভবিষ্যতেও অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াব। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ রাত বাড়লেই বারাসত শহরে ছিনতাইবাজদের দৌরাত্ম্য বাড়তে থাকে। মুখ ঢাকা হেলমেট পরে ছিনতাইবাজরা ঘুরে বেড়ায় শহরের অলিগলিতে। মাত্র দু'দিন আগেই এই ধরনের ঘটনার সাক্ষী থেকেছেন বারাসত শালবাগানের এক দম্পতি। লাল্টু গুপ্ত ও তার স্ত্রী শাশ্বতী বাড়ি ফিরছিলেন। একই কায়দায় শাশ্বতীর গলার সোনার চেন ছিনতাইয়ের চেষ্টা করে ছিনতাইবাজরা। অল্পের জন্য রক্ষা পান তিনি।

সম্প্রতি হরিতলার মন্দিরে এবং বারাসাত শ্রীকাননের গৃহস্থ বাড়িতেও চুরির ঘটনা ঘটেছে। এই সমস্ত ঘটনার ক্ষেত্রে সাধারণত থানায় অভিযোগ হয় না। ফলে পুলিশের কাছেও খবর থাকে না। উত্তর ২৪ পরগনা জেলার পুলিশ সুপার ভাস্কর মুখোপাধ্যায় বলেন, ছিনতাইয়ের কোনও অভিযোগ পুলিশের কাছে নেই, কিশোরীর সাহসিকতার বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখবো। বারাসত পুরসভার চেয়ারম্যান সুনীল মুখোপাধ্যায় বলেন, 'অসাধারণ কাজ করেছে ওই কিশোরী। জবাকে আমি অভিনন্দন জানাই। ওই রকম সাহসী মেয়েরা যত এগিয়ে আসবে তত আমাদের সমাজে অপরাধের ঘটনা কমে যাবে। মেয়েটিকে ডেকে আমি কথা বলব।'

রায়দিঘিতে ধৃত ছয় দেহব্যবসায়ী

নিজস্ব প্রতিবেদন, ডায়মন্ড হারবার : মহিলাদের চাকরির টোপ দিয়ে নিয়ে এসে হোটেলে দেহ ব্যবসা করানোর এক বড়সড় চক্রের সন্ধান পেল সিআইডি। দক্ষিণ শহরতলির ঠাকুরপুকুর থেকে একটি সূত্র পেয়ে শুক্রবার রাতে রায়দিঘির একটি আবাসিক হোটেলে অভিযান চালায় স্থানীয় পুলিশ ও সিআইডি। রায়দিঘির মহামায়া হোটেল থেকে উদ্ধার হয় ৬ মহিলা। গ্রেফতার করা হয়েছে হোটেলের ম্যানেজার, কর্মচারী ও ৪ আবাসিককে। ধৃত ৬ জনকে শনিবার ডায়মন্ড হারবার মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়। ধৃতদের ৪ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক। উদ্ধার হওয়া ৬ মহিলার গোপন জবাববন্দী নেয় আদালত। পরে প্রত্যেককে পরিবারের কছে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দেন বিচারক। অন্যদিকে এই ঘটনার পর মহামায়া হোটেল সিল করে দিয়েছে পুলিশ। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৭০ (জোর করে মহিলাদের আটকে রাখা), ১২০ খ(ষড়যন্ত্র) ও ইমমরাল ট্রাফিক আইনের ৩, ৪, ৫, ৬, ৭ ও ৯ ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে।

এই জেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে চাকরির টোপ দিয়ে তরুণী ও যুবতীদের নিয়ে এসে জোর করে দেহ ব্যবসায় লাগোনার অভিযোগ উঠেছিল দীর্ঘদিন ধরে। গত বৃহস্পতিবার রাতে দক্ষিণ কলকাতার ঠাকুরপুকুর এলাকার একটি

অ্যাপার্টমেন্ট থেকে একটি বড় মধুচক্রের হদিস পায়। উদ্ধার হয় ৩ নাবালিকা। গ্রেফতার হয় এক দম্পতি ও তার আত্মীয়া। এদেরকে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে সিআইডি রায়দিঘির হোটেলের কথা জানতে পারে। শুক্রবার রাতেই সিআইডি ও স্থানীয় পুলিশ হোটেলে হানা দেয়। হোটেল থেকে উদ্ধার হয় ৬ মহিলা। আবাসিক ৪ যুবকও গ্রেফতার হয়। গ্রেফতার করা হয় হোটেলের ম্যানেজার দিলীপ চট্টোপাধ্যায় ও কর্মী রথীন সাউকে। উদ্ধার হওয়া ৬ মহিলার মধ্যে ৩ জন কলেজছাত্রী। স্থানীয় কলেজে হস্টেলে এরা থাকত। কাজের টোপ দিয়ে এখানে নিয়ে আসা হয়েছিল বলে অভিযোগ। মহিলাদের বাড়ি কুলতলি, জয়নগর, গড়িয়া, সোনারপুর, পাথরপ্রতিমা ও রায়দিঘি। ধৃত ম্যানেজার দিলীপের বাড়ি দক্ষিণ কলকাতার হরিদেবপুরে। এই দিলীপ এজেন্ট হিসেবে কাজ করত বলে অভিযোগ। দেহব্যবসায় নামোনার পাশাপাশি এদের দিয়ে পর্ণছবিও করানো হত। মূলত মধ্যবিত্ত বাড়ির মেয়েদের টার্গেট করত এই এজেন্টরা। এর জন্য এলাকায় আড়কাটি রাখত হোটেল মালিকরা। রায়দিঘির হোটেল মহামায়া হোটেলের বিরুদ্ধে এলাকাবাসীদের দীর্ঘদিনের অভিযোগ। রায়দিঘি বাসস্ট্যান্ডের ওপরেই এই বিলাসবহুল হোটেল। তবে হোটেল মালিক কীর্তিবাস কপাট বলেন, 'জোর করে কাউকে দেহব্যবসায় নামানো হয়নি। সচিত্র পরিচয়পত্র নিয়ে প্রত্যেকে হোটেলে ঢুকেছিল।'

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫১ বর্ষ, ১৮ সংখ্যা, ১৮ ফেব্রুয়ারি – ২৪ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭

অমর ২১ ফেব্রুয়ারি, বাঙালির স্মৃতিপটে চিরনবীন

আবারও ভাষা আন্দোলনের সেই মহান সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে বাঙালি। নিজেদের ভাষার সার্বভৌমত্বের প্রতি যদি একটুও টান থাকে তবে ঐতিহাসিক ২১ ফেব্রুয়ারিকে কোনওভাবেও ভুলতে পারবে না তামাম বাঙালি সমাজ। শুধুমাত্র ভাষার সম্মান রক্ষার্থে একটা নতুন দেশ গঠন হল। এ কি কম গৌরবের। তাও আবার সেই বাঙলা ভাষার মর্যাদায় ভারতের নামও লিপিবদ্ধ হয়ে থাকবে। কারণ পাকিস্তান থেকে বেরিয়ে এসে পৃথক বাংলাদেশ গড়ে ওঠার পিছনে ভারতবর্ষের অবদান অনস্বীকার্য। একটা দেশ গড়ে উঠল ঠিকই। কিন্তু তার নেপথ্যে কতগুলো তাজা প্রাণ নিজেদের বলি দিল সেকথা কি আর ভোলা যায়। আজও ঢাকায় সেই বীর শহিদদের স্মৃতি সৌধ দাঁড়িয়ে রয়েছে তাঁদের পরাক্রমের কাহিনি তুলে ধরে। কলকাতাতেও এই বীর ভাষা শহিদদের স্মরণে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদিত হয়। বর্তমানে কলকাতার দেশপ্রিয় পার্কে এই অমর ২১ ফেব্রুয়ারি পালন করা হয়। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাতে অংশ নেন। কিন্তু বাঙালিত্ব রক্ষায় এই যে এত সংগ্রাম, আত্মত্যাগ তা কী সত্যি সত্যি ছুঁতে পারে কলকাতা তথা এ রাজ্যের বাঙালি সমাজকে। নাকি শুধু একটা উৎসব পালনের মতো প্রতীকি ২১ ফেব্রুয়ারি পালিত হয় এই রাজ্যে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর যথেষ্ট আন্তরিকতা আছে এই উৎসব নিয়ে এ পর্যন্ত সব ঠিক আছে। কিন্তু এখানকার বাঙালি সমাজকে সেভাবে আন্দোলিত কী করতে পারে এই অমর ভাষা দিবস? এই ভাষা দিবস বা অমর ২১ শে ফেব্রুয়ারিই নয়, বাংলা নববর্ষে সেভাবে কি মেতে ওঠেন এপারের বাঙালি সমাজ? অথচ বাংলাদেশ কিন্তু নববর্ষের দিনটিকে ঈদের থেকে কোনও অংশে কম মর্যাদা দেয় না। ধর্মীয় উৎসবের উচ্ছ্বাসকে অনেকসময় পিছনে ফেলে দেয় নববর্ষ উদযাপনের আবেগ। বাংলাদেশ যেটা পারছে সফলভাবে, সেটা কেন আমরা কলকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিরা পারছি না? এই প্রশ্ন নিশ্চিতভাবে আমাদের তাড়া করে বেড়ায়। অথচ সারা দুনিয়ার দিকে যদি একটু তাকানো যায় তাহলে দেখা যাবে ভাষা একটা জাতির মেরুদণ্ড। ফরাসি বা জার্মানরা যেমন ভাষা নিয়ে বেজায় স্পর্শকাতর। ইংরেজরাও বা কম যায় কিসে? সবাই যখন নিজেদের ভাষা নিয়ে এত সচেতন, তাহলে বাঙালি (বিশেষ করে কলকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি) কেন পিছিয়ে থাকবে। এদেশে হিন্দি জাতীয় ভাষা হলেও দক্ষিণ ভারতে গেলে দেখা যায় তামিল বা তেলেগুকে সেখানে কিভাবে স্থানীয় ভিত্তিতে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। অথচ কলকাতায় হিন্দির প্রতি যেভাবে আকৃষ্ট হন কিছু বাঙালি, তা কি বাঙালি সমাজের পক্ষে খুব সুস্থকর।

অমৃত কথা

একদিকে, নব্য ভারত–ভারতী বলিতেছেন–পতিপত্নী–নির্বাচনে আমাদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা হওয়া উচিত, কারণ যে বিবাহে আমাদের সমস্ত ভবিষ্যৎ জীবনের সুখ দুঃখ তাহা আমরা স্বেচ্ছা প্রণোদিত হইয়া নির্বাচন করিব। অপরদিকে, প্রাচীন ভারত আদেশ করিতেছেন –বিবাহ ইন্দ্রিয় সুখের জন্য নহে প্রজোৎপাদনের জন্য। ইহাই এ দেশের ধারণা। প্রজোৎপাদন দ্বারা সমাজের ভাবী মঙ্গলামঙ্গলের তুমি ভাগী, অতএব যে প্রণালীতে বিবাহ করিলে সমাজের সর্বাপেক্ষা কল্যাণ সম্ভব, তাহাই সমাজে প্রচলিত, তুমি বহুজনের হিতের জন্য নিজের সুখভোগেচ্ছা ত্যাগ কর।

একদিকে, নব্য ভারত বলিতেছেন– পাশ্চাত্য ভাব, ভাষা, আহার, পরিচ্ছদ ও আচার অবলম্বন করিলেই আমরা পাশ্চাত্য জাতিদের ন্যায় বলবীর্য সম্পন্ন হইব। অপরদিকে, প্রাচীন ভারত বলিতেছে– মুর্খ। অনুকরণ দ্বারা পরের ভাব আপনার হয় না, অর্জন না করিলে কোন বস্তুই নিজের হয় না, সিংহ চর্মে আচ্ছাদিত হইলেই কি গর্দভ সিংহ হয়?

একদিকে, নব্যভারত বলিতেছেন–পাশ্চাত্য জাতিরা যাহা করে তাহাই ভাল, ভাল না হইলে উহারা এত প্রবল কি প্রকারে হইল? অপরদিকে, প্রাচীন ভারত বলিতেছেন–বিদ্যুতের আলোক অতি প্রবল, কিন্তু ক্ষণস্থায়ী, বালক, তোমার চক্ষু প্রতিহত হইতেছে, সমাধান!

তবে কি আমাদের পাশ্চাত্য জগৎ হইতে শিখিবার কিছুই নাই? আমাদের কি চেষ্টা–যত্ন করিবার কোনও প্রয়োজন নাই? আমরা কি সম্পূর্ণ? আমাদের সমাজ কি সর্বতোভাবে নিশ্ছিদ্র? শিখিবার অনেক আছে, যত্ন আমরণ করিতে হইবে, যত্নই মানবজীবনের উদ্দেশ্য। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, 'যতদিন বাঁচি ততদিন শিখি।' যে ব্যক্তি বা যে সমাজের শিখিবার কিছুই নাই তাহা মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। আছে, কিছু ভয়ও আছে।

কোনও অল্পবুদ্ধি বালক শ্রীরামকৃষ্ণের সমক্ষে সর্বদাই শাস্ত্রের নিন্দা করিত। একদা সে গীতার অত্যন্ত প্রশংসা করে। তাহাতে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন, 'বুঝি, কোন ইংরাজ পণ্ডিত গীতার প্রশংসা করিয়াছে, তাহাতে এ–ও প্রশংসা করিল।'

ফেসবুক বার্তা

বাবার সঙ্গে খুদে অরুণ কুমার (উত্তম কুমার), তরুণ কুমার ও বরুণ কুমার চট্টোপাধ্যায়

বজবজের মাটি পুণ্য হল ১৯ ফেব্রুয়ারি

ঐতিহাসিক পদার্পণ স্বামী বিবেকানন্দের

গণেশ ঘোষ
(আঞ্চলিক ইতিহাস গবেষক)

স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৯৩ খ্রীঃ ৩১ মে আমেরিকার চিকাগোয় আসন্ন ধর্মমহাসভায় যোগদান করতে বোম্বাই বন্দর থেকে সমুদ্রযাত্রা করেন। পরিব্রাজক জীবনের শেষ পর্যায়ে কন্যাকুমারীকায় স্বামীজির একটি 'দর্শন' হয়েছিল— যাতে তিনি দেখেছিলেন তাঁর গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে সমুদ্রযাত্রা করতে ইঙ্গিত দিচ্ছেন। ধর্মসভায় যোগদান সম্পর্কে তিনি শ্রীমা সারদাদেবীর নির্দেশ প্রার্থনা করেছিলেন। শ্রীমা তাঁকে যাত্রার অনুমতি দিয়েছিলেন এবং অমোঘ আশীর্বাদও দিয়েছিলেন।

কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের চারশো বছরপূর্তি উপলক্ষে আমেরিকায় আয়োজিত ধর্মমহাসম্মেলনের শুরু ১৮৯৩এর ১১ সেপ্টেম্বর ও সমাপ্তি ২৯ সেপ্টেম্বর। কয়েকটি ভাষণে ভারত আত্মার মর্মকথার ব্যাখ্যায় স্বামীজি মহাসভাকে একেবারে জয় করেছিলেন, রাতারাতি তিনি হয়ে গেলেন জগৎবিখ্যাত পুরুষ। ভারতবর্ষ পৃথিবীর মানচিত্রে সুমহান মর্যাদায় তার স্থায়ী স্থান করে নেয়। এতে পাশ্চাত্য আবিষ্কার করল ভারতকে আর ভারতও আবিষ্কার করল নিজেকে। আমেরিকা ও অন্যান্য শহরে বেদান্তের বাণী প্রচার করে দীর্ঘ সাড়ে তিন বছর পর ১৮৯৭ সালের গোড়ার দিকে স্বামীজি ফিরলেন ভারতে।

২৬ জানুয়ারি ১৮৯৭ স্বামীজি পদার্পণ করেন ভারতের মূল ভূখণ্ডে পাম্বানে। এখানে রামনাদের রাজা জনতার সাথে গাড়ি টেনে স্বামীজিকে নিয়ে অভ্যর্থনা মঞ্চে যান। রাজকীয় সংবর্ধনা নিয়ে স্বামীজি রামেশ্বরণ থেকে ট্রেনে মাদ্রাজ আসার পথে মাদুরা, কুম্ভকনাম, ত্রীচি ছাড়া অন্যান্য অখ্যাত স্টেশনে, যেখানে ট্রেন থামার কথা নয় সেইসব স্থানেও শীতের রাতে স্বামীজিকে একটু দর্শনের আশায় ট্রেন অবরোধ করে বহু মানুষ। সংবর্ধনার চূড়ান্তরূপ নেয় মাদ্রাজ শহরে। দক্ষিণ ভারতে প্রথম পদার্পণ করে পরাধীন ভারতবাসীকে প্রাণশক্তিতে উজ্জীবিত করে মাদ্রাজে রাজসিক সম্মান নিয়ে মুখ ফেরালেন তাঁর বাল্য শৈশবের লীলাভূমি কলকাতার দিকে। তখন মাদ্রাজ থেকে হাওড়া পর্যন্ত রেললাইন সম্পূর্ণ হয়নি, মাদ্রাজ থেকে যাত্রীরা কলকাতায় জাহাজে যাতায়াত করত। ট্রেনের ধকল গায়ে নিয়ে পথক্লান্ত স্বামীজি বিশ্রামের আশায় ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৭ সোমবার ভোর পাঁচটায় এস. এস. মোম্বাসা জাহাজে কলকাতার উদ্দেশে যাত্রা করলেন। মোহনা পেরিয়ে গঙ্গা নদীতে প্রবেশ করে বাংলার যে নৈস্বর্গিক দৃশ্য দেখেছেন তার বর্ণনা তাঁর রচনাবলী থেকে পাওয়া যায়। গঙ্গা বক্ষ থেকে অতন্দ্র প্রহরী জেমস অ্যান্ড মেরি চড়া প্রকাশ্য দিবালোকে পূর্ণ জোয়ার ছাড়া যেটি পার হওয়া যেত না, সেটি অতিক্রম করে ১৮ ফেব্রয়ারি সন্ধ্যায় বজবজে সেই জাহাজ নোঙর করে। তখনকার আইনে সন্ধ্যার পর জাহাজ চলাচল বন্ধ থাকতো।

কলকাতায় স্বামীজি আসছেন, তখন কলকাতা ভারতের রাজধানী। তাই ভারতে পদার্পণের পর থেকেই স্বামীজিকে যেভাবে যত সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে তা ছাপিয়ে কলকাতায় ২৪ জানুয়ারি রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের বাসভবনে কিছু করার অভিপ্রায়ে দ্বার ভাঙার মহারাজার সভাপতিত্বে কলকাতার বিশেষ বিশেষ গণ্যমান্য মানুষকে নিয়ে একটি অভ্যর্থনা কমিটি গঠিত হয়। এই সংবর্ধনা কমিটি তাদের কর্মসূচি যখন ঘোষণা করলো তখন স্বামীজি বজবজে জাহাজে পৌঁছে গেছেন। কমিটি কলকাতার জন্য কর্মসূচি গঠিত করলেও বজবজের জন্য কোন কর্মসূচি তৈরি করে নি। এই ব্যাপারে কোন প্রচার কার্যত চালানোও হয়নি। ফলে কলম্বো বা মাদ্রাজ যা করেছে, কলকাতা তার ধারে কাছে পৌঁছাতে পারেনি। বজবজ তখনই একটি শিল্পনগরীর চেহারা ধারণ করেছিল। জুটমিল, তেল কোম্পানী, বন্দর সবই চালু ছিল, তবু বজবজের মাটিতে পদার্পণ করে বিশ্বজয়ী স্বামী বিবেকানন্দ কেন যেন নিজের জন্মভূমিতে এক অব্যক্ত যন্ত্রণায় বিদ্ধ হতে হয়েছিল। ১৯ ফেব্রুয়ারি শুক্রবার সকাল সাড়ে সাতটায় বজবজ থেকে ট্রেনটি শিয়ালদহ স্টেশনে পৌঁছোনোর সাথে সাথে বিশ হাজার দর্শনার্থীর ঐতিহাসিক সমাবেশ, বজবজবাসী সংবাদপত্রের মাধ্যমে জেনেছিল। ২৪ জানুয়ারি (১৮৯৭) এই অভ্যর্থনা সমিতির গঠিত হলেও কলকাতার সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের কার্যসূচি তৈরি করতে বেশ কিছুদিন সময় নেয়। ১৯ ফেব্রুয়ারি স্বামীজি কলকাতায় আসবেন এই খবরটি অভ্যর্থনা কমিটির কাছে অনেক দেরিতে আসে। কলকাতায় লোক জড়ো করাবার জন্য বসুমতী পত্রিকার মালিক উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কলকাতা শহরে এবং আশপাশে সর্বত্র বড়বড় প্ল্যাকার্ড ও হ্যান্ডবিল বিলি করা হয়েছে বলে জানান। এরকম পোস্টার বা লিফলেটের মাধ্যমে বজবজের মানুষদের জানানো হয়নি বলে জানানো হয়। ১৮ ফেব্রুয়ারি বজবজে জাহাজ নোঙর করার পর অভ্যর্থনা সমিতির দু একজন বজবজে এসে জাহাজে স্বামীজিকে পরদিনের কর্মসূচি জানান বলে জানা যায়। বজবজে তাঁর পদার্পণ ঘটেছিল নিঃশব্দে। বজবজবাসীর পক্ষে এ হেন বিশ্ববিজয়ী মানুষের দর্শনের সুযোগ হারানো খুবই দুর্ভাগ্যজনক।

স্বামীজির পদধূলিধন্য বজবজের পুরনো রেল স্টেশন

একদিন লোকচক্ষুর অন্তরালে পরিব্রাজকের বেশে যে সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী বরানগর মঠ থেকে ভারত পরিক্রমায় বেরিয়ে পড়েছিলেন 'বিবিদিষানন্দ' নাম নিয়ে, দীর্ঘ ছয় বছর পরে (১৮৯১–৯৭) তিনি বিস্ময়কর ইতিহাসের নায়করূপে বিশ্ববিজয় সম্পন্ন করে 'বিবেকানন্দ' নাম নিয়ে কলকাতায় ফিরে এলেন। মাদ্রাজ থেকে মোম্বাসা জাহাজে তিনি শারীরিক বিশ্রাম পেয়েছিলেন, কিন্তু মানসিক চিন্তা থেকে তিনি মুক্ত হতে পারেননি। কেননা আর ২/৩ দিনের মধ্যেই উপস্থিত হবেন তাঁর প্রিয় জন্মভূমির মানুষজনের কাছে। তার পরবর্তী কর্মসূচি কী? আমেরিকা ও ইউরোপের বিশাল বৈভবের মধ্যে এতগুলি বছর কাটিয়ে ভীত, দরিদ্র, পরাধীন ভারতবাসীর কাছে কী বার্তা তিনি নিয়ে আসছেন? ১৮ ফেব্রুয়ারি অন্ধকারাচ্ছন্ন গঙ্গাবক্ষে তিনি শুধু দেখছেন বজবজ শিল্পাঞ্চলের টিমটিমে আলো। তখন তিনি ঘরে ফেরার স্বপ্নে বিভোর হলেও আদৌ দু চোখের পাতা এক করতে পেরেছিলেন? অথবা একটা অনাস্বাদিত আনন্দে ও উত্তেজনায় তিনি আসন্ন প্রভাতের অপেক্ষায় শহর গণনায় ছিলেন নিরত? ভারতের বিজয় বৈজয়ন্তী উড্ডয়ন করা আমেরিকার সেই উজ্জ্বল দিনগুলি, কিংবা দক্ষিণ ভারতে ঐতিহাসিক অভ্যর্থনা ও গণজাগরণ— এই সব যেমন তাঁর চোখের সামনে নিশ্চিৎ ভাবে স্পষ্ট ছিল, কলকাতার দুঃখ সুখের স্মৃতিগুলি, তাঁর আত্মজন, তাঁর শৈশব ও কৈশোর, যৌবনলীলা ভূমি, তাঁর গুরুদেব শ্রীরামকৃষ্ণের পূণ্যস্মৃতিপূতঃ লীলাভূমি বাগবাজার, তাঁর পথ চেয়ে বসে থাকা জ্যান্ত মা সারদার করুণা ঘন দিব্যমূর্তি, প্রাণ–প্রতিম গুরুভাইদের আনন্দঘন সাহচর্য— এই সবই সেদিন রাতে নিস্তরঙ্গ বজবজের গঙ্গাবক্ষে তাঁর চোখের সামনে বারবার ভেসে আসছিল। সেই সঙ্গে এই বজবজেই একটা ইংরেজরা নবাব সিরাজদৌল্লার সেনাকে পরাজিত করে বজবজ কেল্লা দখল করে, বাংলায় মাটিতে সাম্রাজ্যবাদের পতাকা প্রথম উড্ডয়ন করে কলকাতা পুনর্দখল ও পলাশির প্রান্তরে জয়লাভ করে সারা ভারতে সাম্রাজ্যবাদ ছড়িয়ে দেয়। ঠিক সেই সময়ে মাদ্রাজ থেকে লর্ড ক্লাইভ ও অ্যাডমিরাল ওয়ার্টসন টাইগার, কেন্ট, সলসবেরী নামে তিনটি যুদ্ধ জাহাজ নিয়ে এখানেই নোঙর করে বজবজ কেল্লা দখল করেছিল। সূচনা হয়েছিল পরাধীন ভারতবর্ষের। ১৯ ফেব্রুয়ারির ভোরের আলো ফুটে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বহৃদয়জয়ী সন্ন্যাসী মোম্বাসা জাহাজের ডেকে দাঁড়িয়ে বজবজ জেটির দিকে তাকিয়ে কী হতাশায় ম্রিয়মান হতে পারেননি? এই রকম শূন্যতা তিনি স্বপ্নেও ভাবতে পেয়েছিলেন? ১৫ জানুয়ারি যখন তিনি কলম্বো জাহাজঘাটায় গিয়ে পৌঁছেছিলেন, সেদিন তিনি দেখেছিলেন হাজার হাজার মানুষের উদ্বেল উপস্থিতি। যেদিন তিনি ভারতের মূল ভূখণ্ডে এলেন পাম্বান দ্বীপে, সেদিনও হাজার হাজার অনুপ্রাণিত মানুষের উপস্থিত দেখেছিলেন। শুনেছেন বিবেকানন্দের জয় ধ্বনিতে উল্লসিত গণকণ্ঠের তূর্য্যনিনাদ। আর আজ জাহাজে বজবজে এসে দেখলেন বজবজে তেমন কেউ নেই। জয়ধ্বনি দূরের কথা— স্বাগত বাণী উচ্চারণের জন্য তেমন কেউ নেই। তাঁর সাধের জন্মভূমিতে এমন একটা কান্ড ঘটতে পারে এটা কী স্বামীজি স্বপ্নেও ভাবতে পেরেছিলেন!

বিশ্ববরেণ্য স্বামীজির এই বজবজ আগমন, বজবজের মাটিতে প্রথম পদার্পণের দিন এলাকার আধিবাসীরা এমন কোন ভূমিকা নিতে পারেনি যা তাদের ইতিহাসে চিহ্নিত করে রাখবে। এটি বজবজবাসীর পক্ষে খুবই বেদনাদায়ক। স্বামীজির প্রামাণ্য জীবনীগুলিতেও তার বজবজে অবতরণের কোন উল্লেখ নেই। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিষ্যগণ লিখিত জীবনীতে স্পষ্ট উল্লেখ আছে "The steamer docked at kidderpore"। এর কারণ সম্ভবত সেই সময় বজবজের কোন বিশেষ ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক পরিচিতির অভাব। এই অঞ্চলের জনসাধারণের তৎকালীন সাংস্কৃতিক পশ্চাৎ মুখিনতা এর অন্যতম কারণ বলে গণ্য হতে পারে। বজবজের এই ভূমিপুত্রের প্রচেষ্টায় দীর্ঘ ৯০ বছর পর স্বামীজির প্রত্যাবর্তনের সেই লুপ্ত অধ্যায়টি জন সম্মুখে প্রকাশিত হয় এবং বজবজ নামটি রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের নামের সঙ্গে নিজের জন্মস্থানকে বিশেষভাবে জড়িত করে অমর করে রাখার দুর্লভ সুযোগ পেয়েছেন।

সেদিনের সেই বিশ্ববিজয়ী স্বামীজির বজবজে প্রথম অবতরণ ও ঐতিহাসিক ট্রেনযাত্রাকে স্মরণীয় করে রাখতে স্বামী বিবেকানন্দ স্মারক কমিটি নামে একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠা করে বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে ১৯ ফেব্রুয়ারি তারিখটি বজবজবাসী স্মরণে ও মননে পালন করে আসছে। স্বামীজির স্মৃতি বিজড়িত বজবজ রেল স্টেশনের সেই প্রথম শ্রেণির বিশ্রাম কড়টি যেখানে স্বামীজি ট্রেনের জন্য কিছুক্ষণ দেশি বিদেশি শিষ্যদের নিয়ে বিশ্রাম নিয়েছিলেন, সেটি বিশ্রামকক্ষ হিসাবে মর্যাদার সঙ্গে রাখার ব্যবস্থা হয়েছে। আজও সেই কক্ষে প্রবেশ করলে দেহের প্রতিটি তন্ত্রীতে শিহরণ জাগে। স্বামীজির সেই ঐতিহাসিক ট্রেনযাত্রা স্মরণে বজবজ রেলস্টেশনটি একটি মডেল স্টেশন ও হেরিটেজ স্টেশন রূপে স্বীকৃতি পেয়ে যাত্রা পরিষেবার আমূল পরিবর্তন হয়েছে। স্থানিক ইতিহাসের আদলে স্টেশনটি সুসজ্জিত করা হয়েছে। স্বামীজির শিকাগো ধর্মসম্মেলন থেকে ফেরার একটি ২০ ফুট মুরাল চিত্র প্রদর্শিত হয়েছে। প্রতি ১৯ ফেব্রুয়ারি হাজার হাজার মানুষের সমাগম হয় পূর্বরেলের সহযোগিতায় একটি সুসজ্জিত বিবেকানন্দ স্পেশাল নামে ঐতিহাসিক প্রতীকি যাত্রা স্মরণে। রামকৃষ্ণ ইনস্টিটিউট অফ কালচার, গোলপার্কের অধ্যক্ষ পূজ্যপাদ স্বামী লোকেশ্বরানন্দ মহারাজ ও তৎকালীন রেলের জেনারেল ম্যানেজার হৃষীকেশ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৮৬ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি থেকে এই ট্রেনটি চালিয়ে আসছেন।

ইতিমধ্যে তিনজন রাজ্যপাল, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও রাজ্যসভার সদস্য, রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রবীণ সন্ন্যাসী ও বিশিষ্ট জনেরা ১৯ ফেব্রুয়ারির এই ট্রেনটিকে সংবর্ধনা জানিয়েছেন এবং রাজ্য পুলিশ ব্যান্ড প্রতিবছর দেশাত্মবোধক সঙ্গীতের মাধ্যমে এই ট্রেনটিকে সংবর্ধনা জানায়। বিশ্রামকক্ষে স্বামীজির স্মৃতি বিজড়িত সেই চেয়ারটি আজও পূর্বরেলের ফেয়ারলি প্লেসে সযত্নে রক্ষিত আছে। পূর্বরেল স্বামীজির সেই ঐতিহাসিক ট্রেনযাত্রাকে ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার হিসেবে আমাদের পাথেয় বলে গর্ব বোধ করে থাকে, আর বজবজবাসী তাদের অতীত দিনের সেই বিশ্বজয়ীকে অদেখার মর্মবেদনা লাঘব করতে স্মরণে ও মননে বজবজ স্টেশনে জমায়েত হয়। ১৮৯৯ সালের ২০ জুন স্বামীজি দ্বিতীয়বার গোলকুন্ডা জাহাজে পাশ্চাত্য যাত্রা করেন, ওই দিন দ্বিতীয়বার স্বামীজির জাহাজটি সন্ধ্যায় জাহাজে অতিবাহিত করেন। সেই দিন জাহাজের ডেকে বসে ভগিনী নিবেদিতা, স্বামী তুরিয়ানন্দ ও ভক্ত সতীশ চক্রবর্তীকে (১৮৯৭ সালে ১৮ ফেব্রুয়ারি) স্মৃতি রোমন্থন করে জানান বজবজের অদূরে সেই জেমস অ্যান্ড মেরী চড়া অতিক্রম করার জন্যে আমাদের এখানে থাকতে হচ্ছে।

বিশ্বজয়ী স্বামীজির বজবজ পদার্পণ বজবজকে পূণ্যভূমিতে পরিণত করেছে ও ঐতিহাসিক ট্রেনযাত্রা এই জনপদকে পবিত্র করেছে।

মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের সচেতনতা শিবির

নিজস্ব সংবাদদাতা : উত্তর ২৪ পরগনার গুমাতে সামাজিক সংগঠন গুমা জন–জাগৃতির উদ্যোগে এ বছরও অনুষ্ঠিত হল মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের সচেতন শিবির। গুমা নজরুল বালিকা বিদ্যালয়ে এই শিবিরের আয়োজন করা হয়। ছাত্র ছাত্রীদের মাধ্যমিক পরীক্ষার ভীতি কাটাতে এবং প্রশ্নের নতুন ধরণসহ উত্তরপত্রের খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে এই শিবিরে আলোচনা হয়। সংগঠনের সভাপতি কলাসীমা স্বামী বিবেকানন্দ বিদ্যাপীঠের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক রমেশ সেন চৌধুরী ও সম্পাদক অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মী সমীর রঞ্জন সরকারের সংক্ষিপ্ত ভাষণের পর বিভিন্ন বিষয়ের বিশেষজ্ঞ শিক্ষকগণ ছাত্র–ছাত্রীদের পরীক্ষা সংক্রান্ত পরামর্শ দেন। শিক্ষকদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন দিঘড়া হরদয়াল বিদ্যাপীঠের প্রধান শিক্ষক রাধানাথ ঘোষ, কোটরা আদর্শ বিদ্যালয়ের শিক্ষক শ্রীকান্ত দে, বামনগাছি ভোলানাথ হাই স্কুলের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক বৃন্দাবন ঘোষ,বিদ্যালয় পরিদর্শক মইনুদ্দিন আহমেদ, সুরিয়া মৌলনা আজাদ হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক মহঃ কুতুবউদ্দিন মোল্লা, রুদ্রপুর রাধাবল্লভ হাই স্কুলের শিক্ষক মহঃ মোশারফ হোসেন ও শিক্ষক রূপম সাহা।এই শিবিরে সংগঠনের কর্মকর্তা ছাড়াও অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন খোসদেলপুর হাই মাদ্রাসার অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক আবদুল মালেক, গুমা এ জি চার্চ স্কুলের প্রধান শিক্ষক সুভাষ চন্দ্র বালা শিক্ষক কল্যাণ মজুমদার, পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতির গুমা শাখার সভাপতি ভূপতি বাগচী ও সম্পাদক চিন্ময় সমাদ্দার, সমাজসেবী পরিমল বণিক প্রমুখ। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন হাঁসুড়ী হাই স্কুলের শিক্ষক সুদিন কুমার গোলদার।

শান্তি পদযাত্রা

দীপক ঘোষ : বজবজ থানা সমন্বয় কমিটির উদ্যোগে চড়িয়াল থেকে মিঠাপুকুর পর্যন্ত তিন কিলোমিটার সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির উদ্দেশ্যে পদযাত্রা হয়। সর্ব ধর্মের মিলিত মন্দির, মসজিদ ও চার্চের প্রধানরা পদযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন। বিশিষ্ট জনের মধ্যে পদযাত্রায় অংশ গ্রহণ করেন, বিধায়ক অশোক দেব, পূজালির প্রাক্তন চেয়ারম্যান ফজলুল হক, ভাইস চেয়ারম্যান গৌতম দাশগুপ্ত, বিবিআইটির চেয়ারম্যান জগন্নাথ গুপ্তা, ডিএসপি (ইন্ডাস্ট্রিয়াল) শুভাশিস চৌধুরী, আইসি বজবজ শান্তনু বসু, বজবজ তদন্ত কেন্দ্রের ওসি ধীমান বৈরাগী, সেখ সামাদ, কমলেশ সিং, কোচিন সাঁফুই। উল্লেখ্য বেশ কিছুদিন ধরে মিঠাপুকুর অঞ্চলে কিছু গুজব রটানো হচ্ছিল। বজবজ থানা সমন্বয় কমিটি মানুষকে গুজব ছড়াতে নিষেধ করেন। এলাকায় শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্যই এই পদযাত্রা।

সাফল্যের শিখরে নবমুকুল

অরিজিৎ মন্ডল, ডায়মন্ডহারবার : শিক্ষাই সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। সমাজের অগ্রগতির ধারাকে বয়ে নিয়ে যায় শিক্ষাই আর তাই পিছিয়ে পড়া মন্দিরবাজার এলাকার শিশুদের শিক্ষা প্রসারের জন্য এগিয়ে আসেন মন্দিরবাজার নবমুকুল আকাদেমি। তাদের এই অগ্রগতির পথ চলা শুরু হয় ২০১৪ সালের ২ জানুয়ারি। শিক্ষা বিস্তারের প্রথম ধাপটা তারা শুরু করেছিলেন লোয়ার আপার ও প্রথম শ্রেণি শিক্ষার্থীদের নিয়ে। মন্দিরবাজার বাসমোড়ে। এবার তাদের স্কুলটি পঞ্চমবর্ষে পা দিল। এখন স্কুলটিতে চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত পড়ানো হয়। পড়ুয়ার সংখ্যা প্রায় ৩৫০। আগামী দিনে স্কুলটি মাধ্যমিক ও পরে উচ্চমাধ্যমিক স্তরে উন্নীত করতে চান স্কুল কর্তৃপক্ষ। গত বুধবার স্কুলের ৫ বর্ষ বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সংখ্যালঘু দফতরের রাষ্ট্রমন্ত্রী গিয়াসউদ্দিন মোল্লা, বিধায়ক জয়দেব হালদার প্রমুখ। কয়েক বছর আগেও পিছিয়ে পড়া এই এলাকায় ভাল মানের স্কুল ছিল না। বিশেষ করে প্রাথমিক ও প্রাক প্রাথমিক পড়ুয়াদের জন্য। সেই সময় কয়েকজন শুভানুধ্যায়ীর পরামর্শে সমাজসেবী রইসুদ্দিন মোল্লা এই স্কুলটি শুরু করেন। প্রথম থেকেই স্বতন্ত্র ভাবনা নিয়ে চলে আসছে স্কুলটি। শিক্ষক–শিক্ষিকারা প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত। স্কুলে আসার জন্য আছে গাড়ির ব্যবস্থা। অভাবী ও মেধাবী পড়ুয়াদের জন্য বিশেষ ??? এদিনের অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে মন্ত্রি বলেন, 'এই এলাকা এই ধরনের একটি স্কুলের খুব প্রয়োজন ছিল। নবমুকুল আকাদেমি সেই অভাব পুরণ করেছে। এখানে থেমে থাকলে চলবে না আগামীদিনে আরও ক্লাস বাড়াতে হবে। পড়াশুনার পাশাপাশি সুনাগরিক গড়ার পাঠ দিতে হবে। শুধুমাত্র পড়াশুনায় নয় এর পাশাপাশি গান, কবিতা, নাটক, মেলা বিভিন্ন অনুসারি শিক্ষাতেও দৃষ্টান্তমূলক ছাপ ফেলেছে এই স্কুলের পড়ুয়ারা। এই স্কুলের পড়ুয়াদের অভিনীত নাটক 'আমরা বাঁচব' এলাকার বিভিন্ন মঞ্চে সাড়া ফেলেছে রক্তের প্রয়োজনীয়তার ওপর এই নাটকটি রচিত। স্কুলের এসডি আনসার আলি মোল্লা বলেন—'এলাকায় শিক্ষা উন্নয়নে আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি এই স্কুলটি আগামী দিনে আরও উন্নত করা হবে, এর পাশাপাশি আমরা কম্পিউটার শিক্ষা, নাটক, ছবি আঁকা প্রভৃতির ব্যবস্থা করেছি।'

বারাসত থেকে গ্যাংটক থ্যালাসেমিয়া সচেতনতা র‍্যালি

অরিন্দম রায়চৌধুরী : উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার বারাসতের অল ইন্ডিয়া ব্লাড ডোনার্স অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে আয়োজিত থ্যালাসেমিয়া সচেতনতা প্রচারাভিযানের র‍্যালি সাফল্যের সঙ্গে ফিরে এল ১৩ ফেব্রুয়ারি। সংগঠনের পক্ষ থেকে ৫ ফেব্রুয়ারি থেকে ১৩ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত নয়দিন ব্যাপী বারাসত থেকে গ্যাংটক পর্যন্ত এক বিশাল মোটরসাইকেল র‍্যালির আয়োজন করা হয়। বারাসতের চাঁপাডালি মোড়ের নিকটস্থ শতদল মাঠে এই র‍্যালির সূচনা করেন রাজ্য সরকারের বিধানসভার ডেপুটি স্পিকার হায়দার সফি। এই প্রচারাভিযান ছিল ৬০টি মোটর সাইকেল, সংগঠকদের ৩টি গাড়ি, ২টি ট্যাবলো এবং একটি মেডিকেল ভ্যান। এই মেডিকেল ভ্যানে স্বাস্থ্য পরীক্ষার প্রয়োজনীয় সরঞ্জামও ছিল বলে উদ্যোক্তারা জানান। নয়দিন ব্যাপী এই যাত্রাপথে থ্যালাসেমিয়া সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ের উপর ৪৫টি জায়গায় আলোচনাচক্র সংগঠিত করা হয় বলে সংগঠনের পক্ষ থেকে জানা গিয়েছে। এই র‍্যালির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ছিলেন রাজ্য সরকারের ডিজিআইজি (টেলকম) অনিল কুমার, আইজিপি (সাউথ বেঙ্গল) অজয় রানাডে, উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলা শাসক অন্তরা আচার্য, জেলা সভাধিপতি রেহানা খাতুন, উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলা পুলিশ সুপার ভাস্কর মুখোপাধ্যায়, প্রখ্যাত নলজাতক শিশু বিশেষজ্ঞ ডা. বৈদ্যনাথ চক্রবর্তী, সংগঠনের সভাপতি বাসুদেব ভরদ্বাজ, কার্যকরী সভাপতি আশিস বৈদ্য, মুখ্য উপদেষ্টা দিলীপ মজুমদার, সম্পাদক দিলীপ মন্ডল প্রমুখ।

কোকিল শুধু সুরেলা নয় কৃষিতেও উপকার করে

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১২ ফেব্রুয়ারি বেড়িয়েপড়ি–র উদ্যোগে হালিসহর রামপ্রসাদ বিদ্যাপীঠ উচ্চবিদ্যালয়ে ভ্রমণ ও পরিবেশ বিষয়ে স্লাইড প্রদর্শনসহ এক মনোজ্ঞ আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছিল।

বেড়িয়েপড়ি–র সঙ্গী সাথী যেমন প্রবীর বসু, প্রবীর মুখোপাধ্যায়, সুকমল মিস্ত্রি, দিব্যেন্দু নস্কর, দিলীপ কর, সমীরণ মিত্র, অনুরাগ ব্যানার্জী দুলাল ঘোষ, অরুণ রাহা, রাজীব সমাদ্দার ও অমিতকুমার দাস বছরের বিভিন্ন সময়ে দেশের নানা প্রান্তে ভ্রমণে বেড়িয়ে পড়েন। তাঁদের ভাললাগার অভিজ্ঞতাগুলি ভ্রমণ ও পরিবেশ সংক্রান্ত দ্বিমাসিক পত্রিকায় পাঠকের কাছে তুলে ধরেন। পত্রিকার সম্পাদক প্রবীর বসু যিনি এই আলোচনা সভার প্রধান উদ্যোক্তা জানালেন তাদের পত্রিকার ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় আছে পরিবেশ ভাবনা হালিসহরের মন্দির, উত্তরবঙ্গের পাহাড় মরমিয়া (ভাললাগা স্থান), পাখী দেখা, বনবাংলো, মেলা, কবিতা এবং অনুগল্প আমন্ত্রিত বক্তাদের মধ্যে ড: ভাস্কর দাস যিনি পেশায় আবার একজন অর্থপেডিক ডাক্তার কিন্তু তার ব্যস্ত সময়ের মধ্যে মনেরটানে বিদেশের নানা জায়গায় ঘুরে বেড়ানো এবং ছবি তোলা এক নেশা। তাঁর ভেনিস ভ্রমণের নানা স্মৃতি কথা, প্রাঞ্জল ভাষায় দ্রষ্টব্য স্থানের বর্ণনা এবং ছবিসহ স্লাইড শো–এর প্রদর্শন সকলের কাছে উপভোগ্য হয়েছে। বহু ভ্রমণ পিপাসু ব্যক্তিরা এই স্লাইড দেখার পর বিদেশ ভ্রমণের ব্যাপারে আগ্রহ দেখাবে। দিবাকর দাসের ‘দেবদীপাবলিতে বেনারসের ঘাটে ইতিহাস বিজড়িত মন্দির শহরের উল্লেখ, নানা মানুষের আগমন ও ভাবাবেগের ক্যামেরা বন্দী দৃশ্যগুলি ও তার ভাষায় বর্ণনা উপস্থিত দর্শকরা উপভোগ করেছে। সৌরভ মুখার্জীর জলাশয় নিয়ে সুচিন্তিত বক্তব্যগুলি আগামী দিনে জলের অভাবের কথা ভাবিয়ে তুলেছে। আগামী দিনে আমাদের চারপাশের জলাশয়গুলি রক্ষার ব্যাপারে সচেতন হবার সময় এসেছে। রাজ্যসরকার জলাশয়গুলি রক্ষার ব্যাপারে কঠোর আইন আনতে চলেছে তবু মানুষের মধ্যে সচেতন তার প্রয়োজন নাহলে প্রতিকারের রাস্তা পাওয়া মুস্কিল। সম্রাট সরকারের ফিডিং বিহেভিয়ার অফ এশিয়ান কোকিল কি ভাবে ক্ষেতের পরিত্যক্ত আস্ত ফসল যা তার শরীর গঠনে বিশেষ করে গলার ব্যাস অত্যধিক বেশি হওয়ার সুবাদে এমনকি পাকা পটলও পুরোপুরি গল:ধকরণ কি করা সম্ভব হয় ছবি দেখিয়ে বোঝানো হয়েছে। এই ধরণের পাখী বিশেষ করে বসন্তের কুহু ডাকা আমাদের পরিচিত গাছের আড়ালে থাকা কোকিল ক্ষতিকারক কীট পতঙ্গদের ফসলের অবশিষ্ট অংশে ডিমপাড়া থেকে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে এবং পরবর্ত্তী কালে ডিম থেকে যথেষ্ঠ পরিমাণে লার্ভা না উৎপন্ন হওয়ার জন্য ক্ষেতের পরবর্তী ফসলে বংশবৃদ্ধি করা বাধাপ্রাপ্ত হয়। যেহতু একটা ফসলের পর অন্য চাষের ব্যবধান কম হওয়ায় ক্ষতিকারক কীট পতঙ্গের হাত থেকে ফসল এই ভাবে রক্ষা পেতে পারে। আমাদের এই অজানা বিষয়টি ছবিসহ বিশোদভাবে ব্যাখ্যা হওয়ার জন্য এখন থেকেই ফসল রক্ষার তাগিদে এই ধরণের উপকারী পাখিদের যাতে বংশ বৃদ্ধি ঘটে সে ব্যাপারে সচেষ্ঠ হওয়া দরকার। আরো অনান্য বিষয়ে যেমন বিজন মন্ডলের অ্যাবস্টাক্টফর্ম অফ নেচার, গৌর কবিরাজের অন্য ভ্রমণ (ভ্রমণ বিষয়ক আলোচনা) দ্বিজেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাঞ্চনজঙ্ঘার কোলে গোচালা, অনিন্দ্য মজুমদারের কাশ্মীর এবং অভিজিত পালের দি ওয়ান্ড অফ বুদ্ধ এবং নোমাডস বিষয়গুলি নিয়ে পর্যালোচনা প্রশংসার দাবী রাখে।

এবার জেটলির বাজেটে মাটির গন্ধ

কৃষি ঋণ

এই ক্ষেত্রটিতে বিশেষ জোর দিতে কৃষকদের ঋণ সহায়তার পরিমাণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০১৭–১৮ অর্থ বছরে বাজেটে ১০ লক্ষ কোটি টাকার এক রেকর্ড সংস্থান রাখা হয়েছে। পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলি সহ জম্মু ও কাশ্মীর এবং দেশের অবহেলিত অন্যান্য অঞ্চলে পর্যাপ্ত পরিমাণে ঋণ সহায়তা যাতে পৌঁছে দেওয়া যায় সেই লক্ষ্যে বিশেষভাবে চেষ্টা চালানো হবে। এছাড়াও, সমবায় কৃষি সমিতিগুলি থেকে গৃহীত ঋণের ক্ষেত্রে কৃষকরা সুদে ছাড় পাবেন ৬০ দিনের জন্য। এই কর্মসূচির কথা আগেই ঘোষণা করেছেন প্রধানমন্ত্রী। ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে এক অগ্রণী ভূমিকা পালন করে থাকে প্রাথমিক কৃষি ঋণ সমিতিগুলি (প্যাক্স)। দেশের যে ৬৩ হাজার প্যাক্স বর্তমানে এই কাজের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে, তাদের সবকটিকেই জেলা সমবায় ব্যাঙ্কগুলির সঙ্গে কোর ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থায় যুক্ত করতে কম্পিউটার পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া সহ প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিগত সহায়তা দেওয়া হবে ন্যাবার্ডকে। আনুমানিক ১,৯০০ কোটি টাকা ব্যয়ে এই কর্মসূচি রূপায়িত হবে আগামী তিন বছরে। এই কাজে সাহায্য করতে আর্থিক দিক থেকে এগিয়ে আসবে রাজ্য সরকারগুলিও। ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের জন্য সুষ্ঠুভাবে ঋণ বন্টনের বিষয়টি এর ফলে সুনিশ্চিত হবে। চুক্তির ভিত্তিতে কৃষিকাজে নিযুক্ত করার জন্য এক আদর্শ আইন প্রণয়ন করা হবে।

দুগ্ধজাত পণ্যের প্রক্রিয়াকরণ

ফসল–পরবর্তী ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে আনা এবং দুগ্ধজাত পণ্যের প্রক্রিয়াকরণ ও পরিকাঠামো উন্নয়ন তহবিল গঠনের কথা ঘোষণা করেছেন অর্থমন্ত্রী। কৃষকদের অতিরিক্ত উপার্জনের পথ দেখাতে এক নতুন দুগ্ধজাত পণ্য প্রক্রিয়াকরণ ও পরিকাঠামো তহবিল গঠন করা হবে। আগামী তিন বছরে ৮ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগে এই তহবিল গড়ে তোলা হবে ন্যাবার্ডের তত্ত্বাবধানে। সূচনায় তহবিলের কাজ শুরু হবে ২ হাজার কোটি টাকার লগ্নি সমেত। দুগ্ধ প্রক্রিয়াকরণের সুযোগ–সুবিধা এবং অন্যান্য পরিকাঠামোগত ব্যবস্থাকে সুলভ করে তোলার মাধ্যমে মূল্য সংযোজনের ফলে উপকৃত হবেন কৃষকরা। অঅপারেশন ফ্লাড’ কর্মসূচির আওতায় যে প্রচুর সংখ্যক দুগ্ধ প্রক্রিয়াকরণ ইউনিট স্থাপন করা হয়েছিল তা বর্তমানে যথেষ্ট পুরনো ও অকেজো হয়ে পড়েছে বলে মন্তব্য করেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী।

ফসল বিমা যোজনা

প্রকৃতির খামখেয়ালিপনার কথা কারোরই অজানা নয়। এই কারণে দেশের কৃষিযোগ্য জমির ৬০ শতাংশই যখন বৃষ্টিপাতের সুযোগধন্য, তখন এই নতুন কর্মসূচি প্রধানমন্ত্রী ফসল বিমা যোজনা রূপায়ণে অর্থমন্ত্রী জেটলি পৃথকভাবে বরাদ্দ করেছেন ৯ হাজার কোটি টাকা। চাহিদা–ভিত্তিক এই কর্মসূচির আওতায় ৩০ শতাংশ চাষের জমিকে ২০১৬–১৭ অর্থ বছরে উন্নীত করা হবে ৪০ শতাংশে এবং ২০১৭–১৮ বছরে এই মাত্রা পৌঁছে যাবে চাষের জমির ৫০ শতাংশে। এর রূপায়ণে ৫,৫০০ কোটি টাকার সংস্থানকে ২০১৬–১৭ বছরের সংশোধিত বাজেট পেশকালে উন্নীত করা হয় ১৩,২৪০ কোটি টাকায়। কৃষকদের বকেয়া দাবিদাওয়ার নিষ্পত্তিতে এই অর্থ ব্যয় করা হবে। ২০১৭–১৮ অর্থ বছরের জন্য সংস্থান রাখা হয়েছে ৯ হাজার কোটি টাকার। যোজনার আওতায় বিমাকৃত অঙ্কের পরিমাণ ২০১৫–র খরিফ মরশুমের ৬৯ হাজার কোটি টাকা থেকে দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৬–র খরিফ মরশুমে দাঁড়িয়েছে ১ লক্ষ ৪১ হাজার ৬২৫ কোটি টাকায়। এই কর্মসূচির সূচনা হয়েছিল ২০১৬–র ১ এপ্রিল। দাবি–ভিত্তিক বিমা কর্মসূচি থেকে পরিবর্তিত আকারে এটি চালু করা হয় ভর্তুকি সহায়তাযুক্ত প্রিমিয়াম–ভিত্তিক একটি ব্যবস্থায়। লক্ষ্য, কৃষকদের ওপর ক্ষয়ক্ষতির চাপ ও বোঝা কমিয়ে আনা।

মাটির স্বাস্থ্য পরীক্ষা

কেন্দ্রীয় কৃষি ও কৃষককল্যাণ মন্ত্রকের ‘সয়েল হেল্‌থ কার্ড’ অর্থাৎ, মাটির স্বাস্থ্য পরীক্ষা কর্মসূচির কথা উল্লেখ করে অর্থমন্ত্রী জেটলি বলেছেন যে এই কর্মসূচিটি যথেষ্ট গুরুত্ব পাওয়া সত্ত্বেও প্রকৃত সুফল কৃষকদের কাছে পৌঁছে যাবে তখনই যখন মাটির নমুনা পরীক্ষা করার কাজ দ্রুত সম্পূর্ণ করা যাবে এবং মাটির উর্বর শক্তির সত্যতা পরীক্ষিত ও প্রমাণিত হবে।

এই কারণে দেশের ৬৪৮টি কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রে মিনি ল্যাব অর্থাৎ ছোট আকারের পরীক্ষাগার গড়ে তোলার মাধ্যমে ১০০ শতাংশ কৃষিযোগ্য জমিকেই এর আওতায় নিয়ে আসা হবে। এছাড়াও, অতিরিক্ত ১ হাজার মিনি ল্যাব গঠন করা হবে স্থানীয় ও আঞ্চলিক স্তরের দক্ষ শিল্পোদ্যোগীদের মাধ্যমে। এই সমস্ত শিল্পোদ্যোগীকে ঋণ সহায়তা–ভিত্তিক ভর্তুকি দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে সরকারের পক্ষ থেকে।

সেচ তহবিল

জেটলি আরও বলেছেন যে ৪০ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগে ন্যাবার্ডের আওতায় এক দীর্ঘমেয়াদি সেচ তহবিল গঠন করা হবে। আগেই এই তহবিলে ২০ হাজার কোটি টাকা দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। ‘সেচ বিন্দু প্রতি অধিক ফলন’ এই লক্ষ্য পূরণে ন্যাবার্ডের আওতায় গড়ে তোলা হবে একটি অণু জলসেচ তহবিল। প্রাথমিক মূলধন হিসেবে তাতে বিনিয়োগ করা হবে ৫ হাজার কোটি টাকা। এই কর্মসূচির আওতায় আগামী ২০১৯ সালের মধ্যে ৯৯ শতাংশ জলসেচ প্রকল্পকেই নিয়ে আসার লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়েছে।

আধুনিক কৃষি বাজার

জাতীয় কৃষি বিপণন কর্মসূচির আওতায় এক বৈদ্যুতিন মঞ্চের (ই–নাম) মাধ্যমে যুক্ত করা হয়েছে ২৫০টিরও বেশি কৃষি বাজারকে। এর সুচনা হয় গত বছর। এর মধ্য দিয়ে ফসল তোলার পরবর্তী পর্যায়ে উৎপাদিত পণ্য লাভজনক মূল্যে অনেক স্বচ্ছতার সঙ্গে বাজারজাত করার সুযোগ পাবেন দেশের কৃষকরা। ই–নাম–এর এই সুযোগ সম্প্রসারিত হবে ৫৮৫টি কৃষিপণ্য বিপণন সমিতির কাছে। এজন্য প্রতিটি ই–নাম বাজারকে সর্বোচ্চ ৭৫ লক্ষ টাকা করে সহায়তা দেবে কেন্দ্রীয় সরকার। বাজার পরিষ্কার–পরিচ্ছন্ন রাখা, তার মান উন্নত করা এবং কৃষকদের উৎপাদিত পণ্যকে মূল্য সংযোজিত করে তুলতে ভালো প্যাকেজিং–এর সুযোগ–সুবিধা সম্প্রসারণের কাজে এই সহায়তা দেওয়া হবে। এজন্য রাজ্যগুলির কাছে আর্জি জানানো হবে বাজার সংস্কারের কাজে উদ্যোগ নিতে এবং কৃষিপণ্য বিপণন কমিটি আইনের আওতা থেকে পচনশীল বা সহজেই নষ্ট হয়ে যায়, এই ধরনের সামগ্রীকে বাদ দিতে। এই ব্যবস্থায় কৃষকরা তাঁদের পণ্য আরও ভালো দামে বিক্রি করার সুযোগ পাবেন।

ফল ও সবজি প্রক্রিয়াকরণ

জেটলির বক্তব্য অনুযায়ী, ফল ও সবজি উৎপাদক কৃষকদের কৃষি প্রক্রিয়াকরণের কাজে যুক্ত করতে ঠিকা কৃষিকর্ম সম্পর্কে একটি আদর্শ আইন চালু করার প্রস্তাব করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। এই ব্যবস্থায় উৎপাদিত পণ্যের উচিৎ মূল্য যথেষ্ট স্বচ্ছতার সঙ্গে পৌঁছে যাবে সংশ্লিষ্ট উপাদক ও বিক্রেতাদের কাছে। এই আদর্শ আইনটি রাজ্যগুলি যাতে চালু করতে আগ্রহী হয় সেজন্য তাদের সঙ্গে এক বিশেষ যোগাযোগ গড়ে তোলা হবে।

অত্যধিক ফলনে বিপাকে আলুচাষিরা

নিজস্ব সংবাদদাতা: দেখতে দেখতে মাঠ থেকে আলু তোলার সময় এগিয়ে এল। বর্ধমান জেলার কৃষিজ ফসলের মধ্যে অন্যতম ফসল হল আলু। এই জেলায় ধানের, পাশাপাশি বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে আলুর চাষ হয়ে থাকে। এই আলু চাষের ওপর বহু মানুষের জীবন ও জীবিকা নির্ভর করে থাকে। কিন্তু এইববছর আলুর অত্যধিক ফলনের ফলে চাষীরা ক্ষতির আশংকা করছেন। বর্ধমান জেলার বহু স্থানে আলুর অত্যধিক তাই জেলার অসংখ্য হাত। অম্বিকা – কালনার হাটগাছা গ্রামের আলু চাষী জমিতে জ্যোতি, চন্দ্রমূখী করেছেন। কিন্তু আলুর

অম্বিকা – কালনা সহ ফলন দেখা গেছে। আলু চাষীদের মাথায় কল্যানপুর ব্লকের সঞ্জিত দাস প্রায় ৫ বিঘা ও পোখরাজ আলুর চাষ অত্যধিক ফলনের কারনে আলু চাষে তিনি লাভের বদলে ক্ষতির মুখোমুখি হয়েছেন। একই অবস্থা ঐ অঞ্চলেরই আরেক চাষী সুফল দাস ও সুবোধ দাসের মত চাষীদেরও। এঁদের কারও প্রায় ৫ বিঘা, কারও প্রায় ৬ বিঘা চাষের জমি আছে। আলু চাষী সঞ্জিত দাস জানান, পোখরাজ আলু বস্তা পিছু (১ বস্তা = ৫০ কে.জি.) প্রায় ১৩০ টাকা ও চন্দ্রমূখী আলু বস্তা পিছু প্রায় ১৫০ টাকা পাইকারি দামে বিক্রি করেছেন। উপরন্তু রয়েছে ঋণ পরিশোধের সমস্যা। চাষীরা বিভিন্ন সমবায় সমিতি থেকে প্রায় ৭ শতাংশ সুদে টাকা ঋণ নিয়ে আলু চাষ করে থাকেন। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এই ঋণ শোধ করতে না পারলে সুদের পরিমান বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় ১১ শতাংশ হারে গিয়ে দাঁড়ায়। চাষীদের বক্তব্য ধানের মত আলুর ক্ষেত্রেও সরকার যদি সহায়ক মূল্য নির্ধারন করে দেন যার মাধ্যমে চাষীরা আলু বিক্রি করে তাদের লাভের পরিমান বজায় রাখতে পারবে এবং অন্যদিকে মধ্যস্বত্বভোগী বা ফড়েরা অসাধু উপায়ে বেশি লাভ করতে পারবে না।

আবহাওয়া সংক্রান্ত পরামর্শ ও তথ্য দিয়ে কৃষকদের সাহায্য

বিশেষ সংবাদদাতা : গ্রামীণ কৃষি আবহাওয়া পরিষেবার আওতায় কৃষকদের আবহাওয়া–ভিত্তিক কৃষি সংক্রান্ত আবহাওয়াগত পরামর্শ ও অন্যান্য তথ্য দিতে দ্বিসাপ্তাহিক বুলেটিন তৈরি করা হয়। বিভিন্ন মাল্টিমিডিয়া চ্যানেলের সহায়তায় এবং এস এম এস–এর মাধ্যমে জেলাস্তরে কৃষকদের আগাম কৃষি কাজের পরিকল্পনা তৈরিতে সহায়তার জন্য তথ্য ও পরামর্শ দিতেই এই প্রয়াস। বর্তমানে, ২ কোটি ৪৫ লক্ষেরও বেশি কৃষক এস এম এস মারফ কৃষি সংক্রান্ত আবহাওয়াগত পরামর্শ ও অন্যান্য তথ্য পেয়ে থাকেন। এই ব্যবস্থার ফলে কৃষকরা যথেষ্ট উপকৃত হয়েছেন। দেশের প্রতিটি কৃষক পরিবারের কাছে এই পরিষেবা পৌঁছে দিতে নিরন্তর প্রয়াস চালানো হচ্ছে। রাজ্যসভায় বৃহস্পতিবার এক প্রশ্নের লিখিত জবাবে এই তথ্য দিয়ে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও ভূ–বিজ্ঞান মন্ত্রী শ্রী ওয়াই এস চৌধুরী আরও বলেন, এক সমীক্ষা থেকে জানা গেছে ভারতীয় আবহাওয়া দপ্তরের কৃষি সংক্রান্ত আবহাওয়াগত পরামর্শ ও তথ্য ৯৩ শতাংশ কৃষকের কাছে বিশ্বাসযোগ্য বলে গণ্য হয়েছে। এমনকি, ৯৫ শতাংশ কৃষক জানিয়েছেন, বিগত দু–চার বছরে ভারতীয় আবহাওয়া দপ্তরেরপূর্বাভাসে অনেক উন্নতি ঘটেছে। সমীক্ষায় আশা প্রকাশ করা হয়েছে, কৃষির ওপর নির্ভরশীল ৯ কোটি ৫০ লক্ষ পরিবার যদি কৃষি সংক্রান্ত আবহাওয়াগত পরামর্শের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে, তা হলে আর্থিক দিক থেকে মোট ৩.৩০লক্ষ কোটি টাকা উপার্জনের বিরাট সম্ভাবনা রয়েছে।

আদালত ছাদ থেকে ঝাঁপ

নিজস্ব প্রতিনিধি : বারাসাত জেলা দায়রা জজ আদালতের দোতলা থেকে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করলেন এক যুবক। পল্টু গুছাইত নামে ওই যুবক গুরুতর জখম অবস্থায় বারাসাত জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। বধূ নির্যাতন এবং পনের দাবির অভিযোগে বুধবার হাজিরা দিতে এসেছিলেন পল্টু। সঙ্গে ছিলেন তাঁর বাবা–মা ও ভাই। আচমকা আদালতের দোতলা থেকে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন তিনি। তবে এর কারণ নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে পরিবারের। পুলিশের বক্তব্য পল্টুর বাবা পঞ্চু গুছাইত জানান বছর দুই আগে সোমা দাসের সঙ্গে ছেলের বাড়ি ভাড়া করে থাকতে শুরু করে। এর পরই শুরু স্বামী–স্ত্রীর মধ্যে পারিবারিক অশান্তি। বিয়ের এক বছরের পর গলায়, দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করে পল্টুর স্ত্রী সোমা দাস। মেয়ের বাড়ির পক্ষ থেকে বধূ নির্যাতনের অভিযোগ দায়ের হয়। অভিযোগের ভিত্তিতে পল্টু সহ চারজনকে পুলিশ গ্রেফতার করে। পরবর্তীকালে আদালত থেকে জামিনে ছাড়া পান তাঁরা। বুধবার ছিল চার্জ গঠনের দিন। আদালতে হাজিরা দিতে এসেছিলেন তাঁরা। তার মধ্যেই কোনও এক সময় একটু আড়ালে চলে গিয়ে ওই কান্ড ঘটায় পল্টু।

মহিলা পুলিশের শ্লীলতাহানি, গ্রেফতার যুবক

কল্যাণ রায়চৌধুরী : কর্তব্যরত এক মহিলা ট্রাফিক পুলিশকর্মীর শ্লীলতাহানির অভযোগ উঠল এক বাইক আরোহীর বিরুদ্ধে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে মঙ্গলবার রাতে উত্তেজনা ছড়ায় বারাসাত কলোনি মোড়ে। ওই মহিলার অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্ত বাইক আরোহী মুকেশ দাসকে পুলিশ গ্রেফতার করে। ওই পুলিশকর্মী জানান, তিনি দুপুর দুটো থেকে রাত দশটা পর্যন্ত ট্রাফিক সামলানোর দায়িত্বে ছিলেন। মঙ্গলবার রাতে হেলা বটতলা থেকে একটি বাইকে চেপে আসছিলেন মুকেশ ও অন্য একজন। কারও মাথাতেই হেলমেট ছিল না। হেলমেট বিহীন গাড়ি চালানোর জন্য মহিলা পুলিশকর্মী বাইক আরোহীকে থামতে বলেন। অভিযোগ, মুকেশ মহিলার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেন। তিনি বলেন, আমার বাইক আটকানোর সাহস তোমাকে কে দিয়েছে? তুমি জানো আমার বাবা কে? এই বলেই মুকেশ মহিলাকে ধাক্কা দিয়ে পালানোর চেষ্টা করেন। মহিলার চিৎকার শুনে কলোনি মোড়ে মোড়ের অন্যান্য ট্রাফিক পুলিশকর্মী চলে আসেন। ওই বাইক আরোহীকে ধরে ফেলেন তাঁরা। ট্রাফিক পুলিশের এক ইন্সপেক্টর সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, তখনও বাইক আরোহী অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করছিলেন। কলোনি মোড়ের ট্রাফিক পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এর আগেও চাঁপাডালির দিকে যাওয়ার সময় সিগন্যাল অবমাননার অভিযোগ উঠেছিল মুকেশের বিরুদ্ধে। তখনও মহিলা পুলিশের সঙ্গে অভব্য আচরণ করেন তিনি। পরে ক্ষমাও চান। উত্তর ২৪ পরগনার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে ‘সেফ ড্রাইভ, সেভ লাইফ’ কর্মসূচি সুষ্ঠ ভাবে পালন করার জন্য ট্রাফিকের দায়িত্বে থাকা পুলিশকর্মীরা সব সময় চেষ্টা করছেন। কিন্তু অনেক সময়ই সহযোগিতা করেন না যাত্রীরা।

১ থেকে ৫০ জনের
সুন্দরবনের ভ্রমণের ব্যবস্থা
পৃথা ট্যুর এন্ড ট্রাভেলস্
ক্যানিং রেলওয়ে নিউমার্কেট

দক্ষিণ ২৪ পরগণা

8768493400, 9232112629

উন্মুক্ত শৌচবিহীন শিরোপা

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বজবজ–২ পঞ্চায়েত সমিতি উন্মুক্ত শৌচবিহীন এলাকা হিসাবে সরকারিভাবে ঘোষিত হয়েছে। গত ১৬ ফেব্রুয়ারি ডোঙাড়িয়া মনসাতলায় তরুণ সংঘের মাঠে এই উপলক্ষে একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। পঞ্চায়েত সমিতির সামনে থেকে ডোঙাড়িয়া চৌরাস্তা পর্যন্ত বিভিন্ন বিদ্যালয়ের কয়েক হাজার ছাত্র–ছাত্রী মানব বন্ধনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা করে। র‌্যালিতে অংশগ্রহণ করেন মহকুমা শাসক প্রলয় মজুমদার সহ সরকারি বিভিন্ন দফতরের আধিকারিক, কর্মচারী, শিক্ষক, শিক্ষিকা, অভিভাবক, জনপ্রতিনিধি ও নোদাখালি থানার আইসি বিশ্বজিৎ পাত্র প্রমুখ। অঙ্গনওয়ারী কর্মীরা ডান্ডি নৃত্য দিয়ে অতিথিদের অভ্যর্থনা জানায়। ডোঙাড়িয়া অনুমতি বালিকা বিদ্যালয় বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠান পরিবেশন করে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা সভাধিপতি সামিমা সেখ, বজবজের বিধায়ক অশোক দেব, জেলার জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ ডাঃ তরুণ রায়, সিডিপিও পৃথা জানা, ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ ইন্দ্রণী ঘোষ সহ অন্যান্য জনপ্রতিনিধিরা। পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি স্বপন রায় বলেন, ‘আমাদের দায়িত্ব অনেক বেড়ে গেল। উন্মুক্ত শৌচবিহীন এলাকা যাতে আগামী দিনে আরও সুস্থ ও সুন্দর হয়ে ওঠে সেদিকে সকলকে লক্ষ্য রাখতে হবে’। সমগ্র অনুষ্ঠানটিকে সফল করতে বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছিলেন যুগ্ম সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক মনোজ কাঞ্জিলাল এবং রজতকান্তি বিশ্বাস, পঞ্চায়েত সমিতির জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ তুষার সর্দারও বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন কুনাল মালিক।

বজবজ–২

পণের বলি গৃহবধূ

নিজস্ব প্রতিনিধি : হাওড়ার লিলুয়া থানার কোণাবাজারে সীমা জয়সওয়ালের বিয়ে হয় কয়েক বছর আগে। বাবা রাজেন্দ্র জয়সওয়াল অভিযোগ করেন পণের দাবিতে শ্বশুরবাড়ির লোকজন সীমাকে পুড়িয়ে মেরেছে। বিয়ের পর থেকেই পণের দাবিতে অত্যাচার করত শ্বশুরবাড়ির লোকেরা। পুলিশ জানিয়েছে তদন্ত চলছে। অভিযুক্তরা পলাতক।

দীনদয়াল উপাধ্যায়ের প্রয়াণ দিবস পালন

নিজস্ব প্রতিনিধি : ‘শ্যামাপ্রসাদ মঞ্চ নামে একটি অরাজনৈতিক সংগঠনের আহ্বানে কল্যাণীর সেন্ট্রাল পার্কে পালিত হল ভারতীয় জনতা পার্টির প্রাণপুরুষ ও আদর্শবাদী পন্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের প্রয়াণ দিবস। মঞ্চে বিভিন্ন পেশার সাথে যুক্ত মানুষদের উপস্থিতিতে দীনদয়াল উপাধ্যায় ও ভারতকেশরী ড: শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করা হয়।

দীনদয়াল উপাধ্যায়ের জন্ম ১৯১৬ সালে ২৫ সেপ্টেম্বর এবং ১৯৬৮ সালের ১১ সেপ্টেম্বর ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় উত্তর প্রদেশের মোগলসরাই স্টেশনে তাঁর মৃতদেহ পাওয়া যায়। হত্যার কারণ আজও রহস্যাবৃত থেকে গেছে। তিনি অত্যন্ত অনাড়ম্বর এবং সাদামাটা জীবনযাপনে অভ্যস্ত ছিলেন। মোদি সরকার তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে ইতিমধ্যে বেশ কিছু সামাজিক প্রকল্প চালু করেছে। সমাবেশে অল্পবয়সী যুবক এবং মহিলাদের ব্যাপক উপস্থিতি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। যেহেতু দীনদয়াল উপাধ্যায়ের স্মরণে বিজেপি র নদিয়া জেলার তরফ থেকে সে রকম বড় ধরণের সমাবেশের ব্যবস্থা হয়নি বলে আশেপাশের অঞ্চল থেকে বহুমানুষ এই সমাবেশে যোগদান করেছিল। আরএসএস এর শাখা সংগঠন, বিভিন্ন হিন্দুত্ববাদী সংগঠনের সাথে যুক্ত, এবং অনেক প্রাক্তন বিজেপির সমর্থকদের উপস্থিত থাকতে দেখা গেছে। সমাবেশে বক্তারা নোট বাতিলের সমর্থনে নানা যুক্তি দিয়ে কি ভাবে দেশে কালো টাকার রমরমা এবং কর ফাঁকি ঠেকাতে মোদি সরকার কার্যকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন তার ব্যাখ্যা করেন।

পাশাপাশি বক্তারা পরিসংখ্যান দিয়ে শাসক তৃণমূল দলের নেতা মন্ত্রীরা সারদা, নারদা, জমি কেলেঙ্কারী, অবৈধ প্রোমোটারি, স্বজন পোষণ এবং ব্যাপক দুনীর্তির এবং শিক্ষাক্ষেত্রে আরাজাকতার সাথে কিভবে জড়িয়ে পড়েছে তার কঠোর সমালোচনা করেন। নারী নির্যাতন, অ্যাসিড নিয়ে হামলা, নিজেদের দলের মধ্যে গোষ্ঠী দ্বন্দ, রাজনৈতিক শিষ্টাচারের অভাব, নানারকম অসামাজিক কাজের কথা প্রতিদিন সংবাদপত্র প্রকাশিত হতে দেখে মানুষ চিন্তিত হয়ে পড়েছে। এর একমাত্র প্রতিকার হিসাবে সভা স্থল থেকে নরেন্দ্র মোদিকে সমর্থন জানানো এবং বিজেপির সমর্থনে এগিয়ে আসার আহ্বান জানানো হয়।

বিনামূল্যে স্বাস্থ্যপরীক্ষা

রঞ্জনা মন্ডল মুখোপাধ্যায় : বজবজ ১ নম্বর ব্লকের অন্তর্গত চিংড়িপোতা গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে অবস্থিত রাজারামপুর বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দিরের সুবর্ণজয়ন্তী সমাপন বর্ষ উৎসব উপলক্ষ্যে গত ৯ ফেব্রুয়ারি সর্বসাধারণের জন্য বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও চক্ষুপরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করা হয়। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক পরিতোষ বিশ্বাসের উদ্যোগে মামরাজ আগরওয়াল ফাউন্ডেশনের (কলকাতা) আর্থিক সহায়তায় ও বিবেকানন্দ মিশন আশ্রম নেত্র নিরাময় নিকেতনের সহযোগিতায় এই শিবির সাফল্য লাভ করে। চক্ষু পরীক্ষা ছাড়াও ছিল সার্বিক স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা। উপস্থিত ছিলেন ডঃ এস মন্ডল সহ বিশিষ্ট ডাক্তার এবং মহেশতলা পুরসভার স্বাস্থ্য বিভাগের সেবিকাবৃন্দ। এই শিবিরে প্রায় ২০০ জন গ্রামবাসী চক্ষু পরীক্ষা করিয়েছিলেন যার মধ্যে ৪০ জন প্রধানের ছানি অপারেশন ও ৭০ জনকে চশমা প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ২০০ জন ছাত্রছাত্রীর ব্লাড গ্রুপ পরীক্ষা করা হয়। প্রায় ৩০০ জনের মেডিক্যাল চেক আপ করা হয়।

বিজ্ঞপ্তি

আর্থিক ২০১৬–২০১৭ বৎসরের জন্য দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সাগর শিশু সেবা প্রকল্পের খাদ্য দ্রব্য গুদামজাত করণ এবং প্রকল্প গুদাম হইতে অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রগুলিতে দ্রব্য পৌঁছাইবার নিমিত্ত টেন্ডার আহ্বান করা হইতেছে। ফর্ম পাইবার সময় অবশ্যই অভিজ্ঞতার শংসাপত্র দাখিল করিতে হইবে। আবেদনের ভিত্তিতে টেন্ডার ফর্ম ও টেন্ডারের অন্যান্য শর্তাবলীর বিশদ বিবরণ উপরোক্ত প্রকল্প হইতে ১৭/০২/২০১৭ থেকে ০৯/০৩/২০১৭ তারিখ অবধি সকল কর্ম দিবসে বেলা ১২টা হইতে বিকাল ৩টা পর্যন্ত পাওয়া যাইবে। টেন্ডার জমা নেওয়ার শেষ তারিখ ১০/০৩/২০১৭ বেলা ১টা পর্যন্ত এবং ওই দিন বেলা ১টা ৩০ মিনিটে টেন্ডার খোলা হইবে।

বিশ্বরূপ দাস
চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট প্রোজেক্ট অফিসার
সাগর আই,সি,ডি,এস প্রোজেক্ট
দক্ষিণ ২৪ পরগণা।

Memo No. 16/ICDS/SGR 14.02.2017

এবারের বিষয়

প্রশ্ন কেন ফাঁস হয়?

চলছে নতুন স্বাদের ধারাবাহিক ১০

হ্যালো অরিন্দম বলছি

শিশুরা ভূমিষ্ঠ হয় আনন্দ ধারার মধ্য দিয়ে। সেই সময় দেশ, কাল, জাতি, ধর্ম, ঘৃণা, হিংসা, বিদ্বেষ কি তারা জানে না। শুধু স্নেহ, মায়া, মমতা, আদর, প্রাণভরা ভালবাসা, যত্ন ও আশীর্বাদের মধ্য দিয়েই ধীরে ধীরে কৈশোর পেরিয়ে ওরা যৌবনে পৌঁছায় জীবনের বহু প্রতীক্ষিত এক সুন্দর পরিপূর্ণতার স্বপ্ন নিয়ে। আর তার পরেই শুরু হয় নানা গন্ডগোল। কেউ সমাজের চোখে হয়ে যায় খারাপ কেউ ভাল। কিন্তু খারাপ কেন হলো তা নিয়ে এই দেশে তেমন কোনও ভাবনা চিন্তা নেই। হালে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে মানসিক বৈকল্য ও নানা ধরনের অপরাধ প্রবণতা। আজ এই চরম অবক্ষয়ের মাঝে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে সৃজনশীল মানসিকতা ও সৌন্দর্য চেতনা। মানবজীবনের চরম ভয়ঙ্কর সময় নিঃসন্দেহে সেই মুহূর্ত। যখন শিথিল হয়ে পড়ে নীতি ও আত্মিক বন্ধন, তখন আদর্শের ক্ষেত্রে নেমে আসে চরম অবক্ষয় যার পরিণতি সত্যিই ভয়ংকর। দীর্ঘদিন পুলিশ বিভাগে চাকরি করায় নানা বিচিত্র অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি। এই অল্প পরিসরে বিষদভাবে লেখা সম্ভব নয়। কিছু অভিজ্ঞতা থেকে কিছু সামান্য ঘটনা জানিয়ে শুধু মাত্র মানুষের মঙ্গল কামনায় নানা বিধিনিষেধ, মান অভিমান, অপমানকে উপেক্ষা করে আমার এই লেখা, চরম প্রতিকূলতার মধ্যেও কিছু মানুষ, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, ক্লাব আছে যারা জাতি ধর্ম নির্বিশেষে নিরলস প্রচেষ্টার মাধ্যমে সমাজ, জাতি, দেশের কল্যাণে কাজ করে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে চলেছেন তারাই আমার শক্তি। যারা ধর্মের নামে, রাজনৈতিক ছত্রছায়ার নামাবলি গায়ে দিয়ে নানা কৌশলে দিনের পরদিন মানুষের চরম সর্বনাশ করে চলেছেন তাদেরকে চিনিয়ে দিতেই আমার এই লেখা। ঘটনার বিষয়বস্তু সঠিক রেখে চরিত্রদের নাম ঠিকানা সামাজিক ও নিরাপত্তার করণে এবং আইনি বিধিনিষেধের জন্য পরিবর্তন করেছি, এই কাজ প্রতিহত করা একা পুলিশের পক্ষে সম্ভব নয়, চাই সমবেত প্রয়াস। আমার এই লেখা পড়ে বিশেষত নারী পাচার সহ নানা ঘৃণ্য অপরাধের ধরণ সম্বন্ধে সজাগ হয়ে নিজে ও অপরকে সতর্ক করার জন্য যদি ট্রেনে, বাসে হাটে বাজারে গণ প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারেন তবেই হবে এই লেখা এবং আলিপুর বার্তা পত্রিকার সৎ ভাবনার সার্থকতা।

–অরিন্দম আচার্য্য (প্রাক্তন পুলিশ কর্তা)

জানেন কি প্রশ্নপত্র কেন মাঝে মাঝে ফাঁস হয়?

অভিযোগ–১ মহাশয় আমার ছেলে খেলাধূলায় ভাল না হলেও লেখাপড়ায় বরাবরই ভাল। আমাদের আর্থিক সামর্থ না থাকায় কোনও দিনই সন্তানের জন্য গৃহ শিক্ষক রাখতে পারি নি। কিন্তু তা সত্ত্বেও সে স্কুলের প্রত্যেক পরীক্ষায় হয় প্রথম নয়তো দ্বিতীয় হয়। উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় সে ৪টি বিষয়ে লেটার পেয়ে ওর স্কুলে ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে সবচেয়ে ভাল র‍্যাঙ্ক করে। সরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে Computer শিখেছে। চাকরির জন্য বহু জায়গায় সে লিখিত পরীক্ষায় পাশ না করতে পারার জন্য আমার তেমন দুঃখ না থাকলেও আমি অবাক হচ্ছি আমার ছেলের একই স্কুলে সহপাঠিরা যারা বেশির ভাগ স্কুল পরীক্ষায় তৃতীয় বিভাগে পাশ করতো তাদের মধ্যে কিছু ছেলে যাদের আর্থিক সচ্ছলতা আছে নানা পত্রিকায়, টিভিতে ''ভর্তি হলেই সরকারি বেসরকারি পদে নিশ্চিত চাকরী' বিজ্ঞপ্তি দেকে বহু টাকায় ৬ মাসের কোর্সে ভর্তি হয়ে অনেকেই নানা জায়গায় চাকরি পেয়ে যাচ্ছে, এমন কি এক একটি পরিবারে দুতিন জনও চাকরি পাচ্ছে। অথচ শুধু আমার ছেলে নয়, আরও বহু ভাল ভাল ছেলেরা যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও কোথাও চাকরি না পেয়ে চরম হতাশায় দিন কাটাচ্ছে। যারা আমার ছেলের থেকে মেধাবী তারা যদি তাদের যোগ্যতানুযায়ী চাকরি পায় আমার কোনও দুঃখ বা কারও বিরুদ্ধে অভিযোগ নেই কিন্তু মধ্যপ্রদেশের ব্যপম কাজ করছে না তো? ব্যপম কেলেঙ্কারি থেকেই তো জানতে পারি কি করে শুধুমাত্র টাকার বিনিময়ে ভাল ভাল চাকরিতে নিয়োগ এবং সব জানাজানির পরে আত্মহত্যা খুন হয়েছিল। আমার মনে একটা প্রশ্ন জাগে, যে বা যারা আজ প্রচুর টাকা খরচ করে নানা টিভি চ্যানেলে, দৈনিক পত্রিকা সহ নানা জায়গায় বিজ্ঞাপন দিচ্ছে এই সব কর্তৃপক্ষ যে সব প্রশ্নপত্র ছাত্রছাত্রীদের দেয় সরকারি বেসরকারি প্রতিযোগিতা মূলক পরীক্ষায় তাদের কিছু ছাত্র ছাত্রী Common question পায় কি করে? আপনি অনুগ্রহ করে গোপনে খোঁজ খবর নিলে হয়ত বা আমাদের এই রাজ্যেও অনেক কেলেঙ্কারির ঘটনা জানতে পারবেন। এবং দোষী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নিয়ে মোধাবী ছাত্র ছাত্রীরা যাতে তাদের যোগ্যতা অনুযায়ী কর্মসংস্থানে কাজ পেতে পারে তার সুব্যবস্থা করে বাধিত করবেন... ইতি বিনীতা

এই অভিযোগ পত্রটি যিনি লিখেছিলেন এটা শুধু একজন মায়ের অভিযোগ নয়, এই রকম অভিযোগ আজ আমাদের দেশের হাজার হাজার মানুষের। আমি কছুটা ব্যক্তিগত উদ্যোগে বেশ কিছু তথ্য জানতে পেরেছি যা পাঠকরা পড়লে কিছুটা বুঝতে সুবিধা হবে যে প্রশ্নপত্র প্রায়ই যে ফাঁস হওয়ার খবর আমরা নানা পত্রিকা/টেলিভিশন থেকে জানতে পারি তার জন্য সরকার নির্ধারিত হেড একজামিনার হয়ত বা দায়ী নয়। প্রথমে জানতে হবে বিভিন্ন পরীক্ষার (মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক এবং ???) প্রশ্ন পত্র কিভাবে ঠিক করা হয়?

সাধারণত সংশ্লিষ্ট বিভাগের paper seter/Head Examiners প্রশ্নপত্র তৈরি করার দায়িত্বে থাকেন, তিনি প্রত্যেক বিষয়ের উপর যে প্রশ্নপত্র হবে সেটা তৈরি করার জন্য ৫/৬ জন সেই সেই বিষয়ের উপর যাদের পাণ্ডিত্য আছে তাদেরকে নির্বাচন করে প্রত্যেককে ১০/১৫টি প্রশ্ন লিখে বদ্ধ খামে নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে ওনাদের প্রধান পরীক্ষকের কাজে জমা দেওয়ার নির্দেশ দিতে থাকেন। নির্দিষ্ট দিনে জমা দেওয়ার পর প্রধান পরীক্ষক নিজে অত্যন্ত গোপনে প্রত্যেক বিষয়ের উপর প্রশ্ন নির্বাচন করে মুখবন্ধ খামে সরকারি প্রেস অথবা নির্ধারিত ছাপা খানায় পাঠিয়ে দেন। সেখানে কম্পোজ এবং প্রুফ রিডিং–এর জন্য আলাদা কর্মচারী থাকেন, ওনারা সমস্ত প্রশ্নপত্র দেখেন এবং ফাইনাল চেক আপ করার পর ছাপাখানায় যিনি বা যারা দায়িত্বে থাকেন তাদের ছাপার জন্য নির্দেশ দেন। প্রশ্নপত্র ছাপাবার পর এবার চলে যায় স্টোর–এ। সেখানে কর্তৃপক্ষের নির্দেশ মত কয়েকজন কর্মচারী মিলে সমস্ত প্রশ্নপত্র বের করে প্যাকেট করেন এবং পরে পরীক্ষার সেন্টারে চলে যায়। যেসব স্কুল, কলেজে পরীক্ষার সিট পড়ে সেই থানার বড়বাবুর কাছে একটি ট্রাঙ্কে সিল করে পাঠানো হয়। পরীক্ষার দিন সকালে সংশ্লিষ্ট স্কুল কর্তৃপক্ষ থানায় এসে ট্রাঙ্কের সিল ঠিক আছে কিনা ভাল করে দেখে পুলিশ পাহরার সাহায্যে পরীক্ষা কেন্দ্রে নিয়ে প্রশ্ন পত্র ছাত্র/ছাত্রীদের বন্টন করেন। অত্যন্ত সংক্ষেপে ব্যাপারটা এইরকম। পাঠকরা এবার বুঝতে পারছেন এই প্রশ্নপত্র তৈরির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রায় ১০/১২ জন যুক্ত থাকেন। এদের মধ্যেই ১/২ জন অসাধু কর্মী প্রচুর টাকার বিনিময়ে কখনও কখনও প্রশ্নপত্র বের করে দেয় বলে অভিযোগ। কিছু কিছু বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের লোকেদের সাথে এই সব অসাধু কর্মীদের যোগাযোগ আছে বলে অনেকের সন্দেহ। এরা প্রশ্নপত্র পাওয়ার পর শিক্ষার্থীদের কখনও হুবহু সেই প্রশ্নপত্র দেয় না। মূল বিষয়বস্তু ঠিক রেখে অন্য ভাবে; সাথে আরও অতিরিক্ত ৭/৮টা প্রশ্ন যুক্ত করে শিক্ষার্থীদের দিয়ে ভাল করে পড়তে বলে। আজ যাদের অর্থ আছে তাদের অনেকেই মেধাবী না হওয়া সত্ত্বেও এমন কি সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরির সুযোগ পেয়ে যাচ্ছে, অনেক মেধাবী ছাত্রছাত্রী তাঁদের অর্থ নেই বলে বঞ্চিত হচ্ছে, বহু বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে ৩০/৪০ লাখ টাকার বিনিময়ে যেভাবে আজ দেশে কিছু ডাক্তার তৈরির কারখানা খোলা হয়েছে তা এককথায় ভয়াবহ। কত মানুষ যে এদের ভুল চিকিৎসায় মারা যাবে কে জানে?

তাদের T.E.T (Teachers Eligibility Test) trained and non trained দের পরীক্ষা নিয়েও আজ নানা বিশ্বাস, অবিশ্বাসের বাতাবরণ তৈরি হওয়ায় হাজার হাজার ছাত্র ছাত্রী দুঃখ হতাশা নিয়ে পালহীন নৌকার মতো ছুটে চলেছে যা দেখলে যে কোনও সচেতনশীল মানুষেরই কষ্ট হবে। আগের PTTI (Primary teacher training institute) ২বছর কোর্স করার পর যে কোনল সরকারি প্রাইমারি স্কুলে টিচার হিসাবে নিয়োগ হত। সেই সব শিক্ষক শিক্ষিকারা পাশ করার পর ক্লাস ফাইভ পর্যন্ত ছাত্র/ছাত্রীদের পড়াতে পারত কিন্তু এখন PTTI নাম পরিবর্তন করে Diploma-in-elementary education করা হয়েছে। এর ফলে যারা পরীক্ষায় পাশ করছে তারা এখন ক্লাস ফাইভ নয় আরও উঁচু ক্লাসে পড়াতে পারছে। আসলে শিক্ষক নিয়োগের প্রশ্ন এলে ছুটি নিয়ে সামনে আসে (1) শিক্ষার অধিকার আইন

(2) NCTE (ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর টিচার্স এডুকেশন)। ২০১০ সালে শিক্ষার অধিকার আইনটি প্রাথমিক ও উচ্চ–প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের নির্দেশিকা হয়ে ওঠে। যতদূর আমি জানি ২০১১ সালে পার্লামেন্টে সংশোধনী আইন পাশ করে NCTE হাত শক্ত করা হয় এবং অধিকার দেওয়া হয় এই NCTE শিক্ষক নিয়োগের ন্যূনতম যোগ্যতামান নির্ধারণ করবে। ২০১৫ সালে কেন্দ্রীয় সরকারের রাজ্যকেই এই নির্দেশ মানার জন্য নির্দেশ পাঠালেও এই পশ্চিমবঙ্গে না মেনে ২০১০ সালে নতুন শিক্ষক নিয়োগবিধি চালু করে। ফলে বহু রাজ্যবাসীর মনে করেন, এর ফলেই যাবতীয় জটিলতা শুরু হয়েছে। শোনা যায় ২০১১ সালে স্কুল সার্ভিস কমিশনের শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষার মেধা তালিকাভুক্ত অনেকেই নাকি আজও নিয়োগ পত্র পায় নি। (ফেব্রুয়ারি ২০১৬ পর্যন্ত)। তেমনি কম্বাইন্ড মেরিট লিস্টের নামেও নাকি ব্যাপক অনিয়ম হয়েছে। জানা যায় এই রাজ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৬৭,২৪৩টি। প্রতিটি বিদ্যালয়ে গড়ে দুটি করে শূন্যপদ থাকলে প্রাথমিকেই এক লক্ষ চৌত্রিশ হাজারের বেশি শিক্ষক দরকার। আবার ক্লাস ফাইভ থেকে টুয়েলভ স্কুল সংখ্যা ১৫,৭৩৮ প্রতিটি স্কুলে গড়ে তিনটি শূন্যপদ থাকলে সাতচল্লিশ হাজারেরও বেশি শিক্ষক পদ শূন্য হয়। একটু সতর্ক ভাবে নিয়োগ শুরু করলে এখনই এই রাজ্যে ১৩৪৪৮৬+৪৭২১৫ সর্বমোট ১,৮১৭০০ বেকার ছেলে মেয়ের চাকরি হয়ে যায়, শোনা যায় রাজ্য সরকার সেই চেষ্টা নানা প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেও নাকি করছে। এসব নিয়ে বহু পত্রিকাতেও লেখা হয়েছে।

মজার কথা আজ কিছু কিছু প্রতিষ্ঠানে যেসব ছাত্রছাত্রী ??? পড়ার জন্য প্রচুর অর্থের বিনিময়ে ভর্তি হচ্ছে। তাদের ফাইনাল পরীক্ষায় পাশ করবার দায়িত্বও নাকি ওই সব কিছু কিছু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ দায়িত্ব নিয়েছেন মানে বই দেখে শুধু নয় কিছু কিছু শিক্ষক স্টুডেন্টদের পাশে বসে পুত্র। কন্যার স্নেহে আবদ্ধ হয়ে উত্তর লেখাতেও সাহায্য করছে। তবে এর জন্য একটু বেশি অর্থ খরচ করতে হয়। ফলে আসল গরীব মেধাবী ছাত্র ছাত্রীরা আজ চরম হতাশা গ্রস্থ। অভিযোগ কারিনী যে আশঙ্কার কথা বলেছেন ওনার সাথে আমি একমত। ভারতের মতো এই মহান দেশে ব্যপম কেলেঙ্কারিতে মেডিকেল কলেজ ছাত্রী নম্রতা ডামোর রেল লাইনের পাশে মৃত্যু, ডি কে সাকল্লে, অরুন শর্মা, জব্বলপুরের নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু মেডিকেল কলেজের ডিন অগ্নিদগ্ধ এবং হোটেলে মৃত্যু, মধ্যপ্রদেশের রাজ্যপালের ছেলে শৈলেশ যাদব নিজের বাড়িতে মৃত্যু, প্রখ্যাত সাংবাদিক অক্ষয় ঠাকুরের মৃত্যু সহ আরও অনেকে খুন হয়েছেন, কেউ হয়ত বা আত্মহত্যাও করেছেন, আমাদের এই রাজ্যেও শুধু মাত্র অর্থ উপার্জনের জন্য এই ধরণের ঘটনা ঘটবে না তো? যদিও এখনই এই রাশ বন্ধ করা না যায় আরও বড় কেলেঙ্কারির খবর শুনতে রাজ্যবাসী অপেক্ষা করুন। একথা ঠিক যে কিছু কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে যাদের পঠন পাঠনের পদ্ধতি সত্যিই ভাল।

আজ অসহায় হাজার হাজার ছাত্রছাত্রীদের করুণ মুখের দিকে তাকিয়ে আমরা জাতি ধর্ম নির্বিশেষে ঘৃণ্য রাজনীতিকে দূরে সরিয়ে আসুন সবাই আমাদের বর্তমানকে সৎ প্রচেষ্টায় উৎসর্গ করি শুভ বিজয়ের চেতনায়।

এরা ডাক্তার!

মহানগরে

ইউনিট এরিয়া চালু এপ্রিলে

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা পুরসংস্থার সর্বোচ্চ নীতি–নির্ধারণ কমিটি মেয়র পারিষদের গত ৭ ফেব্রুয়ারির বৈঠকে বিল্ডিং আইনে নতুন ৪১২–এ ধারার সংযোজন ছাড়াও আগামী পয়লা এপ্রিল নয়া অর্থবর্ষ থেকে কলকাতা মহানগরে সম্পত্তি কর নির্ধারণে 'ইউনিট এরিয়া অ্যাসেসমেন্ট' (ইউএএ) পদ্ধতি চালু করার প্রস্তাব মেয়র পারিষদে অনুমোদিত হয়। সেই মতো রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন দফতরকে তার খসড়া পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। মহানাগরিক শোভন চট্টোপাধ্যায়ের বর্তমান ও পূর্বের আশ্বাস, নয়া সম্পত্তিকর ব্যবস্থায় সম্পত্তি করের পরিমাণ কখনই পূর্বের করের থেকে ২০ শতাংশের বেশি বৃদ্ধিও পাবে না আবার পূর্বের করের থেকে ২০ শতাংশের বেশি কমবেও না। এরই সঙ্গে, পুরবাসীদের সহায়তা করার জন্য কলকাতার ১৬টি বরোতে একটি করে সহায়তা কেন্দ্র চালু করা হবে।প্রসঙ্গত, এতো দিন যাবৎ কলকাতা মহানগরে সম্পত্তি কর নির্ধারণ করতেন পুর অ্যাসেসমেন্ট দফতরের আধিকারিকরা। সেজন্য পুর ইন্সপেক্টররা এ দায়িত্বে ছিলেন।

নয়া সম্পত্তি কর ব্যবস্থা অবশ্য আর ইন্সপেক্টরের প্রয়োজন হবে না। সাধারণ কর দাতারা নিজেদের কর নিজেরাই নিরূপণ করতে পারবেন। প্রসঙ্গত, ২০১০ এর আগস্ট থেকে কলকাতায় 'ইউএএ' চালুর প্রস্তাব নেওয়া হচ্ছে। শেষ পর্যন্ত, মহানাগরিক শোভন চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে এ মহানগরে সম্পত্তি কর নির্ণয়ে নয়া পদ্ধতি চালু হলো। অ্যাসেসমেন্ট ইন্সপেক্টর–রাজের খতম হলো। এদিন মহানাগরিক ঘোষণা করেন, মহানগরের মধ্যবিত্ত জমি মালিকদের সুবিধার্থে তিন কাঠা পর্যন্ত জমিতে বাড়ি তৈরির ওপর 'বিশেষ ছাড়' দেওয়া হবে। ওই সব জমিতে বাড়ি তৈরিতে এতো কাল জমির 'বাউন্ডারি লাইন' থেকে চারপাশেই চার ফুট করে ছেড়ে বাড়ি তৈরি করতে হতো, নতুন নিয়মে তা না দিলেও চলবে।

সিএমআরআই কান্ডে গ্রেফতার ৩

স্মৃতিলতা বিশ্বাস : সাইকা পারভিন (১৪) নামে এক কিশোরী সিএমআরআইতে চিকিৎসার গাফিলতিতে মৃত্যু হয়। এই অভিযোগকে কেন্দ্র করে রণক্ষেত্র সিএমআরআই হাসপাতাল চত্বর। বুধবার সকাল থেকে রোগীর বাড়ির লোকেরা ও স্থানীয় ইকবালপুরের লোকজন মিলে তান্ডব শুরু করে। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রায় শ'খানেক যুবক হাতে রড়, লাঠি নিয়ে দফায় দফায় হাসপাতালের দরজা, জানলা, আউটডোর, ইমার্জেন্সি রুম, অ্যাডমিশন কাউন্টার, রিসেপশন, হেল্পডেস্ক, কম্পিউটার, পিআরও অফিস সহ আরও অনেক জায়গা তছনছ করে দেয়। হাসপাতালের ডিউটি ম্যানেজারকে ঘিরে ধরে লাথি, চড়, ঘুষি মারতে থাকে দুষ্কৃতীরা। পরিস্থিতি সামাল দিতে নামানো হয় বিপুল পুলিশ বাহিনী ও র‍্যাফ।

পাশাপাশি ডায়মন্ড হারবার রোডও অবরোধ করে রোগীর পরিবারের লোকজন ফলে সকাল থেকে শুরু তীব্র যানজট। এই তান্ডবের প্রেক্ষিতে সিএমআরআই–এর সিইও চিকিৎসক ডঃ শান্তনু চট্টোপাধ্যায়ের এফআইআর–এর ভিত্তিতে প্রিভেনশান অফ ভায়োলেন্স অ্যান্ড ড্যামেজ আইন, ২০০৯ অনুসারে মামলা রুজু করেছে আলিপুর থানার পুলিশ। এই মামলার ভিত্তিতে বৃহস্পতিবার সকাল বেলায় একবালপুর এলাকা থেকে তিনজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

হাসপাতালের সিসিটিভি ফুটেজ দেখে রাকেশ ধানুক (২৫), জিয়াউদ্দিন শেখ (২৬) এবং সেখ সোনি (২২) এই তিনজনকে চিহ্নিত করেছে পুলিশ। ধৃতদের বিরুদ্ধে ভারতীয় দন্ডবিধির ১৪৭, ১৪৮, ১৪৯, ৩২৩, ৩০৬ ও ৪২৭ নম্বর ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ। বৃহস্পতিবার ধৃতদের আলিপুর আদালতে তোলা হলে বিচারক তাদের তিনদিনের পুলিশি হেফাজতে রাখার নির্দেশ দেন।

অপরদিকে রোগীর পরিবারের লোকজন চিকিৎসার গাফিলতির অভিযোগে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ৩০৪ নম্বর এবং ৩৪ নম্বর ধারায় মামলা রুজু করেছে আলিপুর থানার পুলিশ।

এই ঘটনাটি রাজ্য সরকারের নজরে এলে রোগীর বিল নিয়ে এবং ভাঙচুর ব্যাপারে রাজ্য সরকার বেসরকারি হাসপাতালগুলির সঙ্গে বৈঠক করতে চলেছে আগামী দিনে।

নিবেদিতা স্মরণে সংহতি যাত্রা

ভগিনী নিবেদিতার জন্ম সার্ধশতবর্ষ উপলক্ষে গত ১১ ও ১২ ফেব্রুয়ারি ''কালীঘাট থেকে সুন্দরবন (পারুলদাহ)'' এক সাইকেল যাত্রায় বিভিন্ন মানুষের সহযোগিতা এবং পারুলদাহ রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ আশ্রমের ও ওই গ্রামের প্রতিটি মানুষের উষ্ণ অভ্যর্থনায় প্রাণবন্ত করে তুলেছিল। এই সাইকেল যাত্রায় কালীঘাট মর্নিং ক্লাবের সদস্যরা অংশগ্রহণ করেছিলেন। তাদের মধ্যে নরেন দাস, মনোতোষ ভট্টাচায, গৌতম ঘোষ, অখিলেন্দু চক্রবর্তী, মিলন চৌধুরী, বিমল সাউ, বাপি সাউ, দীপক নন্দী, শংকর নস্কর, সনাতন মন্ডল, অরিজিৎ ঘোষ, শম্ভু পাল ও নেতৃত্বে তমলা চক্রবর্তী। এছাড়া নিবেদিতাকে নিয়ে দুইদিন ব্যাপী সন্ধ্যায় আলোচনায় সাইকেল আরোহীগণ আলোচনার মাধ্যমে সাধারণ মানুষের মধ্যে ভগিনী নিবেদিতার ভাবধারা ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। স্বামীজির ভাবধারায় কালীঘাট মর্নিং ক্লাব এগিয়ে চলেছে।

সংঘ স্বামী প্রণবানন্দ বন্দনা

মাঘী পূর্ণিমার দিন জন্মগ্রহণ করেছিলেন ভারত সেবাশ্রম সংঘের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীমৎ স্বামী প্রণবানন্দ। এবছরটা একটু বিশেষ কারণ পূর্ণ হল সংঘের শতবর্ষ। মাঘী পূর্ণিমার পরের দিন রীতি অনুযায়ী পালন হয় দোলন উৎসব অর্থাৎ স্বামী প্রণবানন্দ মহারাজর মূর্তি দোলনায় বসিয়ে তাকে ভক্তসমাগমের মাঝে দেওয়া হয় দোল। এর প্রচলন ঘটে গুজরাট থেকে ওখানে আরাম দোলনায় বসে করা হয়। তাই জন্মদিনে গুরুদেব সকল ভক্তকে আশীর্বাদ দেওয়ার পর বিশ্রাম করেন পরের দিন। এই দিন ভক্ত এবং শিষ্যদের মধ্যে চলে শক্তি প্রদর্শন, ত্রিশূল, তরোয়াল নিয়ে শুরু হয় আনন্দ অনুষ্ঠান। নটি আসনে গুরুদেবের প্রতিকৃতিতে চলে একযোগে আরতি। এর মানে সংঘের সারা বিশ্বজুড়ে আটটি প্রচার সংঘ এবং মূল সংঘ। তাই নটি প্রতীকি আসনে চলে গান বাদ্যিতে মুখরিত আরতি। ভক্ত এবং শিশুদের আনন্দের দিন এই দিনটি। পুষ্প বষ্টি বর্ষিত হয় মহারাজের মূর্তিতে এবং পুষ্প একে অপরের গায়ে ছুড়ে হয় আনন্দ উৎসব। সারাদিন চলে প্রসাদ বিতরণ।

সংগ্রামী স্মরণে

গত ১১ ফেব্রুয়ারি আইএনএ মেমোরিয়ালে নেতাজি চেতনা মঞ্চ এবং জাতীয় জাগরণ মঞ্চের উদ্যোগে নেতাজির দেহরক্ষী স্বাধীনতা সংগ্রামী কর্নেল নিজামুদ্দিনের স্মরণ অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়েছিল। উপস্থিত ছিলেন অসংখ্য নেতাজিপ্রেমী এবং দেশপ্রেমী এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সিপিএম এর প্রতিনিধি রবিন দেব ও শতরূপ ঘোষ। বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠনকে আমন্ত্রণ জানানো সত্ত্বেও তাদের উপস্থিতি চোখে পড়েনি। রাজ্য সরকারকে জানানো সত্ত্বেও কেউ উপস্থিত না থাকলেও পুলিশি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল, যদিও আইএনএ মেমোরিয়ালের তালা খোলা যায়নি। পাঁচিল টপকে ঢুকতে হয় সকলকে।

মাঙ্গলিকী

ইন্টারলিঙ্ক ক্যালকাটার বাৎসরিক অনুষ্ঠান

আন্তর্জাতিক ভ্যালেনটাইন্স ডে ১৪ ফেব্রুয়ারি এদিন এক অন্য ভালোবাসার আনন্দে অবগাহন করালো ইন্টারলিঙ্ক ক্যালকাটার ১৯তম বাৎসরিক অনুষ্ঠান। কলকাতর গোড়কি সদনে ঠিক সন্ধ্যে ৬টার সময় শুরু হল অনুষ্ঠান বিশেষ শিশুদের নিয়ে। অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন প্রখ্যাত ক্ল্যাসিকাল নৃত্যশিল্পী এবং সমাজসেবী অলোকানন্দা রায়। এছাড়াও অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন গুডরিক গ্রুপের চেয়ারম্যান মিসেস ক্যারোলাইন ফিল্ড এবং মিস্টার পিটার ফিল্ড। প্রথমে অতিথিদের বরণ করে নেওয়া হয় পুষ্পস্তবক দিয়ে। তারপর ইন্টারলিঙ্ক ক্যালকাটার পরিচয় করিয়ে দিলেন সকলের সঙ্গে সঞ্চালক। ইন্টারলিঙ্কের ছাত্রছাত্রীদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাফল্যের কথাও মনে করিয়ে দিল সঞ্চালক। এরপর বিভিন্ন গানের ডালি নিয়ে উদ্বোধনী সঙ্গীত উপস্থাপন করলেন ইন্টারলিঙ্ক ক্যালকাটার ছাত্রছাত্রী সহ তাদের শিক্ষক শিক্ষিকারা। যার পরিচালনায় ছিলেন সমর দত্ত এবং তবলায় সঙ্গত দিলেন তুষার ব্যানার্জি। তারপর একে একে শুরু হল বিভিন্ন বিশেষ শিশু সংগঠনের অনুষ্ঠান। প্রথমেই অল বেঙ্গল উইমেন ইউনিয়নের ছাত্রছাত্রীদের নাচ মন কাড়লো সকলের। তারপর কেয়ার অ্যান্ড কাউন্সিলের ছাত্রছাত্রীদের ফুলে ফুলে ঢোলে ঢোলে গানের নাচও মুগ্ধ করল সকলকে। তারপর কিভাবে আগুনে রান্না করার প্রচলন ঘটে সেই নিয়ে একটি মাইন উপস্থাপন করল শ্রীরামপুর চিলেন্ডন গার্ডিয়েন্স সেন্টার। আবার নাচে মন মাতালো রিচের ছাত্রছাত্রীরা। এরপর নোবেল মিশন উপস্থাপন করল তাদের অভূতপূর্ব নাটক। আর বুস্তি ওয়েল ফেয়ার সেন্টারের ছাত্রছাত্রীরা আবার নাচে মন মাতালো। সর্বশেষে ইন্টারলিঙ্ক ক্যালকাটার ছাত্রছাত্রীদের গুপি গাইন বাঘা গাইন উপস্থাপিত হল এই মঞ্চে। যা দেখবার জন্য সকলেই উদগ্রীব হয়ে বসে ছিল।

শব্দ কিরণের প্রকাশ অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি : জীবনানন্দ সভাগৃহে বহু লিটল ম্যাগাজিনের প্রকাশ অনুষ্ঠান হয়। সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে গত ৪ঠা জানুয়ারি উক্ত সভাগৃহে শব্দকিরণের বইমেলা সংখ্যার প্রকাশ অনুষ্ঠান কোনও ব্যতিক্রমী অনুষ্ঠান ছিল না আবার ব্যতিক্রমী অনুষ্ঠানও ছিল বৈকি— যেখানে অন্যান্য সংগঠকরা করেন পত্র পত্রিকার প্রকাশ অনুষ্ঠান অতি 'আনুষ্ঠানিক' সেখানে শব্দকিরণের সদস্য সদস্যারা জীবনানন্দ সভাগৃহকে পরিবর্তিত করলেন বাড়ির অন্দরে এক অতি উষ্ণ পারিবারিক শুভ অনুষ্ঠানের আঙিনায়।

লেখক লেখিকাদের মধ্যে কোনও তাড়াহুড়া ছিল না নিজের লেখা আগে পড়বার (এবং পড়েই বাড়ির পথে পা বাড়ানোর!) এক অতীব উষ্ণ ঘরোয়া পারিবারিক অনুষ্ঠান। গোড়ায় মঞ্চে বিশিষ্ট অতিথি হিসাবে আসন গ্রহণ করেন ঋষিণ মিত্র, নিত্যানন্দ দাস, সবিতা বেগম, ডঃ অমরেন্দ্র নাথ বর্ধন। উদ্বোধনী রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশন করেন অন্বেষা চক্রবর্তী। এরপর মঞ্চে উপবিষ্ট বিশিষ্টজনদের হাতে পুষ্পস্তবক তুলে দিল আর এক 'ফুল' শিশুকন্যা জিনিয়া। এরপর তাঁর ভাষণে পত্রিকা গোষ্ঠীর সভাপতি ডঃ অমরেন্দ্র নাথ বর্ধন বলেন, '২০১৬তে প্রকাশিত শব্দকিরণের সব কটি সংখ্যাই পত্রিকাকে উজ্জ্বল করেছে। জানুয়ারি মাস আমাদের কাছে বিশেষ তাৎপর্যের কথাও বলেন সভাপতি— ১লা জানুয়ারি হয় কল্পতরু উৎসব, ১২ই জানুয়ারি স্বামী বিবেকানন্দ ও ২৩শে জানুয়ারি তাঁর ভাবশিষ্য নেতাজি সুভাষ চন্দ্রর জন্মদিন। এরপরই আসে ২৬শে জানুয়ারি প্রজাতন্ত্র দিবস। ঋষিণ মিত্র বাংলা ভাষাকে শাশ্বত রাখার কথাকে কেন্দ্র করেই বক্তব্য রাখেন। পরে শোনালেন তাঁর অনবদ্য বিপ্লবী–তেজ সমৃদ্ধ 'বড় লজ্জা করে' গানটি...। সবিতা বেগম শব্দকিরণের কথা উল্লেখ করেই সুচারু বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে কিছুটা পরে আসেন যুবা কবি ঋজুদেব চক্রবর্তী, ডঃ বিপ্লব মজুমদার, প্রতিষ্ঠিত কবি মৃণাল বসু চৌধুরী। এঁদের সকলকেই পুষ্প স্তবক দিয়ে বরণ করে নেওয়া হয় (শিশু কন্যা জিনিয়া এজন্য তৈরিই ছিল!) শ্রদ্ধেয় নিত্যানন্দ দাস তাঁর এনঞ্জিনিয়ারিং কর্মজীবনের কথার সাথে তাঁর সুদীর্ঘ সাহিত্য চর্চার কথা সুন্দরভাবে ব্যক্ত করলেন। পরে শোনালেন তাঁর মননশীল কবিতা 'একটা কবিতা'। যুবা কবি ঋজুদেব চক্রবর্তী তাঁর ভাষণে একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেন : 'কবি হয়ে ওঠবার জন্য ভাল প্রবন্ধ, গল্প পড়া দরকার।' প্রতিষ্ঠিত কবি মৃণাল বসু চৌধুরী বললেন, তরুণ কবিদের পুরানো কবিদের রচনা পড়তে হবে; এই সব রচনা পাঠের মাধ্যমে আগেকার কবিদের মননশীলতার সাথে পরিচিত হবেন আর তখনই তাঁরা সত্য সত্যই 'কবিতা' লিখতে পারবেন— না হলে কালস্রোতে হারিয়ে যাবেন... 'ইদানিং'এর প্রতিষ্ঠাতা জয়ন্ত রসিক সমরজিত চক্রবর্তীর সাথে তাঁর অনেকদিনের পরিচয়ের কথা বললেন; শোনালেন তাঁর অনবদ্য কবিতা 'এই দেশটা সেই দেশটা নয়', 'সেই বাংলা'র কথা বললেন...

এদিন দুই খুদে শিল্পী সংগঠনের সভাপতি ডঃ বর্ধনের কাছ থেকে বিশেষ উপহার পেল; জিনিয়া ও ব্রত এরা পেল 'মিনি ডায়েরি'— জিনিয়া উপহার পেল তার অসাধারণ আবৃত্তির জন্য আর ব্রত তার সুন্দর জাদু প্রদর্শনীর জন্য। উপহার না পেলেও আলাদা ভাবে উল্লেখ করতে হয় বালক স্মার্ত সোহমের 'আহা কি আনন্দ আকাশে বাতাসে' গানটির উজ্জ্বল পরিবেশনের কথা।

এদিন যাঁদের স্বরচিত কবিতা এই পাঠকের মন ছুঁল তাঁরা হলেন কানু ভৌমিক। ডাঃ লহরী বড়াল চক্রবর্তী , বিকাশ দাস, জয়তী অধিকারী প্রমুখ। ইদানিংকালে এই প্রতিবেদক বিভিন্ন সাহিত্য সংস্কৃতির অনুষ্ঠানে যাঁদের ব্যক্তিক্রমী আবৃত্তি শুনেছেন তাঁদের মধ্যে অবশ্যই উল্লেখযোগ্য নাম স্মৃতি মাধুরী দাস। এদিনের সভায় তাঁর আবৃত্তি, রঞ্জন প্রসাদের কবিতা, 'আল্লা রাখার গল্প' সকলের হৃদয় ছোঁয় (স্মৃতি মাধুরীকে বলব 'সেতু'র কর্ণধার আবৃত্তিকার উদয় চক্রবর্তীর সাথে যোগাযোগ করতে)।

আলাদাভাবে উল্লেখ করতে হয় সোমনাথ পালের গান, 'সূর্যের মতো উজ্জ্বল'–এর কথা। শব্দকিরণের কার্য নির্বাহী সম্পাদক অদিতি সেন চট্টোপাধ্যায় পত্রিকার বিষয়ে বক্তব্য ছাড়াও শোনালেন ছন্দময়, ভাবসমৃদ্ধ কবিতা, 'তবুও মানুষ ভালবেসে', তবে কবিতাটি আরও একটু ছোট হলে আরও ভাল হত।

অনুষ্ঠান চলার মধ্যেই একসময় পত্রিকার সাম্প্রতিক সংখ্যাটির আনুষ্ঠানিক প্রকাশ ঘটল মঞ্চে উপবিষ্ট বিশিষ্ট জনদের হাত দিয়ে।

অদিতি রায়ের 'মধুর তোমার শেষ যে না পাই' সঙ্গীত পরিবেশনের মাধ্যমে শব্দকিরণের এদিনের 'মধুময় সন্ধ্যা'র সমাপ্তি ঘটল।

আরও : সমগ্র অনুষ্ঠানটি অতি সুচারুভাবে সঞ্চালনা করেন সম্পাদক সমরজিত চক্রবর্তী— শব্দ কিরণের সমগ্র গোষ্ঠীকে অভিনন্দন।

এদিন আরও বক্তব্য রাখেন গৌরশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁকে ও শৌভিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে পুষ্প স্তবক দিয়ে সংবর্ধনা জানানো হয়। এছাড়া পাপড়ি ভট্টাচার্য প্রমুখ কবিতা শোনান।

গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘের অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ৪ ফেব্রুয়ারি বিকাল ৫টায় বুড়ুল পল্লি হিতৈষিণী সমিতির সভাগৃহে পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘের নোদাখালি প্রস্তুতি কমিটির উদ্যোগে ১ম বর্ষের সভা অনুষ্ঠিত হল। গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘের রাজ্য সম্পাদক বাচিক শিল্পী প্রাক্তন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্টার রজত বন্দ্যোপাধ্যায় সংগঠনের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করেন পরিশীলিত ভাষায়। সাথে সাথে শিল্পীসংঘের প্রয়াত সদস্য প্রখ্যাত সঙ্গীত শিল্পী সলিল চৌধুরীর সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত সম্পর্কের বিভিন্ন পর্যায়ের অবতারণা করেন। সংগঠনের নোদাখালি প্রস্তুতি কমিটির সদস্য সদস্যারা ''চাঁদ ফুল জোছনার গান আর নয়'' শীর্ষক কথায় ও গানে সলিল শ্রদ্ধার্ঘ্য গীতি আলেখ্য মঞ্চস্থ করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার যুগ্ম সম্পাদক ও সহ সম্পাদক রমেশ দাস ও তরুণ সরকার, বুড়ুল হাই স্কুলের প্রাক্তন শিক্ষক তুলসী চরণ মাঝি প্রমুখ। অনুষ্ঠানের যুগ্ম আহ্বায়ক সুপ্রিয় রায় ও চন্দন রায়। সময়ের দাবি পূরণের প্রতিশ্রুতিতে গড়ে ওঠা সংগঠনের শ্রীবৃদ্ধি কামনা করেন আলিপুর বার্তার বরিষ্ঠ সাংবাদিক নির্মল গোস্বামী মহাশয়।

শোক সংবাদ

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ৪ জানুয়ারি বিকালে সিঁথি কালীচরণ ঘোষ রোডে বার্ধক্যজনিত কারণে বিশিষ্ট লেখক, সাহিত্যপ্রেমী, সুবক্তা, রেলের প্রাক্তন উচ্চপদস্থ কর্মী সদালাপী সুনীল কুমার গুহ ৮৮ বছর বয়সে প্রয়াত হন। মৃত্যুকালে তিনি রেখে গিয়েছেন সহধর্মিনী আরতি গুহ, পুত্র সুমিত গুহ, কন্যা মানসী চট্টোপাধ্যায় (গুহ), পুত্রবধূ, জামাতা, নাতনি এবং অগণিত বন্ধুদের। তাঁর জন্মস্থান খুলনা জেলার বাগেরহাট বোটপুর গ্রামে। তিনি ওই গ্রামের একজন যশস্বী লেখক ছিলেন। দেশভাগের পরে তিনি কলকাতায় এসে সিঁথি, বরাহনগর ও দমদমের পৌরাণিক ইতিহাস (অজানা তথ্য) লিখে বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করেন। আমরা তাঁর বিদেহী আত্মার চিরশান্তি কামনা করি। শোকগ্রস্ত পরিবারবর্গকে জানাই সমবেদনা।

নামখানার গণেশনগরে সাহিত্য সম্মেলন

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ রবিবার দক্ষিণ ২৪ পরগনা গ্রামীণ পত্র–পত্রিকা সমিতির কাকদ্বীপ–নামখানা–সাগর শাখার সারাদিনব্যাপি বার্ষিক (২০১৭) সাহিত্য সম্মেলন আয়োজিত হয়েছিল। গণেশনগর (নামখানা)–এর অনন্যা শুক্তি পত্রিকা ও এই অঞ্চলের বহু সাহিত্য অনুরাগীদের উদ্যোগে এই মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানটি আন্তরিক ও সুশৃঙ্খল ভাবে উদযাপিত হল।

এদিনের সভায় সমিতির সম্পাদক অমৃতলাল পাড়ুই, বর্তমান সম্পাদক সুকুমার মণ্ডল ও পূর্বতন সভাপতিদ্বয় যথাক্রমে ফণীভূষণ হালদার ও কিশোরীমোহন নস্কর মহাশয় মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন। মঞ্চে হাজির ছিলেন বিশিষ্ট কবি ওয়াজেদ আলি।

কিশোরীমোহন নস্কর মহাশয়কে অনন্যা শুক্তি পত্রিকার পক্ষ থেকে ওঁর সারা জীবনের সাহিত্য–প্রয়াসের জন্য বিশেষ সম্মাননা–প্রদান করা হল। নিজের কথা আন্তরিক ভাবে বললেন প্রবীণ এই স্বদেশী–আন্দোলনের কর্মী। উঠে এল স্বাধীনতা আন্দোলনের সেই আগুন–ঝরা দিনের স্মৃতি। সভাপতি সুকুমার মণ্ডল তাঁর ভাষণে এই মরমী কবির প্রতি শুভেচ্ছা ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করলেন।

সম্মননা প্রদান অনুষ্ঠানের পরে চলল স্বরচিত কবিতা ও গদ্য রচনা পাঠ। পঞ্চাশেরও অধিক লেখক ও কবি অংশ নিয়েছিলেন এদিনের অনুষ্ঠানে। কাকদ্বীপের সৌমিত বসু, তাপস মাইতি, প্রশান্ত মাইতি, শান্তনু প্রধান, ওথেলো হক, অর্চনা ঘোষ, অভিনন্দন মাইতি প্রমুখ, পাথর প্রতিমার শংকর জানা, অশোক কুমার পাত্র, মালতী প্রামাণিক, সুবিমল মাইতি, শশাঙ্ক শেখর মাইতি, শংকর দাস প্রমুখ। কলকাতা–সোনারপুর থেকে ভাগ্যধর বৈদ্য, সুচিত চক্রবর্তী, অপূর্ব কুমার পাল, বুদ্ধদেব নাগ মজুমদার ও আরও অনেকে। গঙ্গার পশ্চিম তীরের নন্দীগ্রাম থেকেও এসেছিলেন কিছু সাহিত্য অনুরাগী। সন্তোষ কুমার বর্মণ ওঁর স্মৃতিকথায় বার্ধক্য–জনিত স্মৃতিভ্রংশতার জন্য আক্ষেপ প্রকাশ করলেন। এলাকার পত্রিকাগুলির দুটি করে কপি নিয়মিত ভাবে বিদ্যানগরে (আমতলা) জেলা গ্রন্থাগারে পাঠানোর পরামর্শ দিলেন সম্পাদক অমৃতলাল পাড়ুই। সংকলিত ও সংরক্ষিত হলে পত্রিকা হারিয়ে যাবে না, আগামী দিনের গবেষকদের কাজে লাগবে। নিয়মিত কবিতা চর্চা /অনুশীলন ও অগ্রজ কবিদের লেখা পাঠ করার প্রয়োজনীয়তার কথা স্পষ্ট ভাষায় বললেন কবি সৌমিত বসু। তরুণ কবিদের প্রতি সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণের কথা বললেন ওয়াজেদ আলি। রবীন্দ্র সঙ্গীত শোনালেন মিনু প্রধান। দ্বিপ্রাহরিক ভোজনের পরে অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে ছিল ছোটদের নৃত্য পরিবেশন, কবিতা পাঠ ও গান। সব মিলিয়ে এ দিনের অনুষ্ঠানটি ছিল আগাগোড়া সুশৃঙ্খল ও রুচিপূর্ণ ।

সাধন

মালতী প্রামাণিক

গ্রহণ যখন সর্বগ্রাসী না হয়ে
হয় সর্বগ্রাহী –
হাতখালি হওয়া হয় না ..
রসের বাহন সহনে দহনে
সুখ দুঃখের রাশি বিপণনে –
ছলনার মন ছায় না,
পাণ্ডুলিপির পৃষ্ঠাতে পাওয়া যা ছিল পরিশিষ্ট
হৃদয়াধার ধরে রাখে তাকে
গড়ে তোলে বিশিষ্ট
অকারণগুলি ছুঁড়িয়া ছড়ায়
খুলিয়া পালায় সকল বাঁধন
তিমিরগ্রাসী সাধনার ধন
উদ্ধত হতে প্রায়ই উদ্ধার পায়
মিহির হীরকে প্রায় হয় শুচি,
বিফলতা বয়ে দুশমন
ফোঁসে আক্রোশে অকারণ ।
(পাথর প্রতিমা, দঃ ২৪ পরগনা)

নারী শক্তির বিকাশ চাই

কিশোরীমোহন নস্কর

দেশ মজবুত করতে হবে
নারী শক্তির বিকাশ চাই
বিবেকানন্দের অমর বাণী
এছাড়া আর পথও নাই।
যাঁরা প্রাতঃস্মরণীয়
মানছে কজন তাঁদের কথা
নারী আজও নিপীড়িত
আইনে আছে স্বাধীনতা।
নারীর সেই আসনটি কি
নিশ্চিত ভাবে সুরক্ষিত!
দেখতে পাই নারীরা আজ
মানবাসুরের ভয়ে ভীত
তাদের নাশ করার তরে
দেবীর মর্তে আগমন,
সেই দেবী–কে আজও পূজি
সাড়ম্বরে ভক্তগণ
দেশ স্বাধীন বাধা কোথায়
দ্বিচারিতা নয়কো আর,
যুব–সমাজ এগিয়ে এসে
নারীকে পথ দেখাও এবার।
(কাকদ্বীপ, দঃ২৪ পরগনা)

নতুন বিভাগ

পাঠকদের নিরন্তর চাহিদাকে বিবেচনা করে এবার থেকে চালু হল সাহিত্যের নতুন বিভাগ। প্রতি মাসের তৃতীয় সপ্তাহে উন্মোচিত হবে এই বিভাগের জানালা। ছড়া, গল্প, কবিতা, অণুগল্পে গাঁথা হবে এই বিভাগের মালা। আশা করি আপনারা সঙ্গী হবেন সাহিত্যের এই পথচলায়। সাহিত্য জগতে নতুন প্রতিভা তুলে আনাই এই বিভাগের প্রধান উদ্দেশ্য। আশা করি সকলের প্রচেষ্টায় উদ্দেশ্য সার্থক হবে।

লোহিত সাগর

তৃপ্তি রায়চৌধুরী

অপ্রতিরোধ্য এক নায়াগ্রা হয়ে
ঝাঁপিয়ে পড়তে চাই তোর ঐ বুকে
তোর অতলে ডুব দিয়ে খুঁজতে চাই
মুক্তা–ঝিনুক, রক্ত প্রবাল,
দেখতে চাই তোর বুকে কি করে জন্ম নেয়
অজস্র মণিমাণিক্য সারি সারি বৈদূর্যমণি
খুঁজতে খুঁজতে ক্লান্ত আমি, আঁচল পেতে
ঘুমাতে চাই তোর ঐ বালুকাবেলায়
সোনালী বালুর ঢেউ হয়ে
আমৃত্যু, লোহিত সাগর আমার!
(বালুরঘাট, দঃ দিনাজপুর)

ফিরে এসো মা ...

প্রিয়াংকা ব্যানার্জী

সে এক কোন সকালে
হারালাম তোমায়
বয়সটা ছিল অল্প
বুঝতে শিখিনি তখনো কিছু
জীবনের পথ উঁচু নীচু
জানতাম–ও যে স্বল্প।
আজ বিশ বছর পেরিয়ে
তোমার সব হারিয়ে
বুঝেছি মা কত দামী
এজন্মে চরণে তোমার
হলো না ঠাঁই আমার
আশার বাতি জালিয়ে রাখি
পরের জন্মে ফিরে এলে
যেন তোমার কোলেই থাকি ।
(গড়িয়া, কোলকাতা–১৫৩)

সূর্যের মৃত্যু হয়নি

সুনীল গুহ

যীশুকে ক্রুশবিদ্ধ করে মেরে ফেলতে পার
তাতে তাঁর ক্ষমা প্রেম ভালোবাসার মৃত্যু হয় নি।

গ্যালিলিওকে কারাগারে রেখে মেরে ফেলতে পার
তাতে তার আবর্তিত পৃথিবী থমকে দাঁড়ায়নি।

আর্কিমিডিস–কে হত্যা করতে পার
তাতে তার আকাশ থেকে ধ্রুবতারা খসে পড়েনি।

সালাম বরকত রফিক জব্বরের জীবন–প্রদীপ নিভিয়ে দিয়েছ
তাতে মাতৃভাষার দীপ নিভে যায় নি।

অভিজিত দীপন অনন্তের মুক্তমনা আকাশ
কালো কফিনে ঢেকে দিতে পার –
তাতে সূর্যের মৃত্যু হয়নি।
(হরিদেবপুর, কল–৮২)

ফেরিওয়ালা

আব্দুল হান্নান

একটু আগে দেখলাম এই মেয়েটাকে –
অলিগলি ঘুরে ফিরছিল হেঁকে
চাই ...চুড়ি শাঁখা সঁদুর আলতা ..
হাতে ছিল একরাশ চুড়ির স্তবক
কি অদ্ভুত এই কিশোরী মেয়েটি
সমস্ত দেহে নিখুঁতের বর্ণনা
নবযৌবনে টলমল নার্গিস লালা
নিদারুণ দারিদ্র্যে হোঁচট খাচ্ছে পথেপ্রান্তে
বাজার ফিরতি পথে দেখি হাইড্রেনের পাশে
পড়ে আছে সেই অমৃতা
রক্তবন্যা বহে যাচ্ছে লম্বা চুলের ভেতর দিয়ে
চোখ দুটি আকাশের পানে উন্মুক্ত
কেউ জানেনা এই পরিণতির বিবরণ
পথে পড়ে থাকা মৃত একজন
আর সে নয় ফেরিওয়ালা

একজন দুজন করে জমায়েত হল অনেক মানুষ
কিছুক্ষণ পরে ছুটে এল শান্তিরক্ষা বাহিনী
অশান্ত তরুণীর নিশ্চিন্ত ঠিকানার খোঁজে।
(কুলপী, দঃ ২৪ পরগনা)

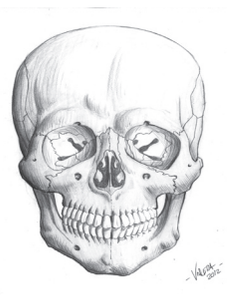

কঙ্কাল

ভীম ঘোষ

আমি জানি ও ঠিকমতো খোবলাতে পারেনি
যতখানি খোবলাতে হয়, তুমি এখন বিষাদে আছো।
সমস্ত রাত্রিটা অলৌকিক স্বপ্ন মুখে বোবার মত বিছানায়,
সলতের মতো সরু হয়ে আসে দেহ, কঙ্কাল কাঠামো
দেখে কষ্ট পাই, ভারি হয়ে আসে বুক ।
নক্কারজল মুছে ফেলতে পারি এখুনি
কিন্তু তুমি তো বন্ধন ছিঁড়তে পারবে না ।
লাজুক মুখে পড়ে আছো বন্ধ ঘরে রঙীন বিছানায়
সম্পূর্ণ যুবক হয়ে দাঁড়িয়ে দেখছি স্পষ্ট চোখে
কিছু কইতে পারছি না, মাথায় কষ্ট হয় ।
কেমন ভাবে ক্ষইছে শিরা উপশিরা কলঙ্কিত হাড়ে
(শতল, কলসা, দঃ ২৪ পরগনা)

শক্তি

পাপিয়া দে (দাস)

তমসা ঘেরা রাত্রি
দিগভ্রান্ত করবে জানি
লক্ষ্য স্থির রাখতে হবে
তবেই দেখবে আলো।
অর্জুনের লক্ষ্যভেদ
একাগ্রতার শক্তি
জোয়ার হয়ে ভাসিয়ে দিলে
নাই সেখানে ক্ষতি
আবর্জনা দূরে সরে
সবাই পায় স্বস্তি
(কলকাতা–৩৭)

কবি কেষ্টা

মানস চক্রবর্তী

নিজে লিখে নিজে পড়ে. নিজে পিঠ চাপড়ায়
কবিতার পোকা নাকি সদা তাকে কামড়ায়
জানে সারা দেশটা
নাম তার কেষ্টা
যতদূর জানি তার বাড়ি নাকি হাবড়ায়
নেই খিদে–তেষ্টা
দিতে চায় বেস্ট–টা
শব্দ–সাগরে তাই দিবানিশি সাঁতরায় ।
(বাওয়ালী, বজবজ)

ভ্রমণে আছি

বিশ্বনাথ মাঝি

ভ্রমণে আছি আজীবন
একা নয়
সঙ্গী জুটে যায়

বিমর্ষ মানুষেরা কান্না ভালবাসে
হাসি ভুলে যায়
যেন হাসতে মানা।

ভ্রমণে যাই সব দুঃখ ভুলে
পরিযায়ী পাখীরা যেমন

বাঁচার জন্য বড় হয়ে যায়
সীমাবদ্ধ গণ্ডীর চেয়ে
সে অনেক দূর, অ–নে–ক ।
(পূজালী, বজবজ, দঃ ২৪ পরগনা)

পাঠকদের নিরন্তর চাহিদাকে বিবেচনা করে এবার থেকে চালু হল সাহিত্যের নতুন বিভাগ। প্রতি মাসের তৃতীয় সপ্তাহে উন্মোচিত হবে এই বিভাগের জানালা **কবিতা বা ছড়া (১২ – ১৪ লাইনের মধ্যে) অণু গল্প (১৫০ শব্দ)। একটি পাতায় একটিই লেখা রাখুন। জেরক্স কিংবা দুর্বোধ্য হস্তলিপি গ্রাহ্য করা সম্ভব নয়। যথাসম্ভব স্পষ্টাক্ষরে লেখা সরাসরি পাঠাবেন – এই ঠিকানায়। বিভাগীয় সম্পাদক / মাঙ্গলিকী, আলিপুর বার্তা, ৩২০ ব্যানার্জী পাড়া রোড (চ্যাটার্জী বাগান) পশ্চিম পুটিয়ারী, কলকাতা–৭০০ ০৪১**